



মহারাষ্ট্রে  
বিক্ষোভ  
পুরনো পেনশন  
ফেরানোর দাবিতে  
মহারাষ্ট্রে সরকারি  
কর্মীদের বিক্ষোভ।  
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

‘অনুতপ্ত  
নই’  
ইরাক যুদ্ধের সময়  
বৃশ্কে জুতো  
নিষ্ক্ষেপকারী  
সাংবাদিক আবার  
বললেন, আমি  
অনুতপ্ত নই।  
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৫৫ সংখ্যা □ ১৫ মার্চ, ২০২৩ □ ৩০ ফাল্গুন ১৪২৯ □ বুধবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 155 • 15 March, 2023 • Wednesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## গেরুয়া কোষাগারে জমা পড়া ১ হাজার ৯১৭ কোটি টাকা উৎস জানেন না মোদি-শাহরা!

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : টাকার পাহাড়ে গেরুয়া শিবির। অথচ তার সিংহভাগ অঙ্কের উৎস নাকি অজানা নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ বা জেপি নাড্ডাদের। নির্বাচন কমিশনে এমনই অকল্পনীয় যুক্তি সাজিয়েছে কেন্দ্রের শাসকদল। অথচ অঙ্কের পরিমাণ নেহাত কম নয়। কমিশনে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী অজানা অর্থের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ এই অর্থের উৎস সম্পর্কে কমিশন জানতে চাইলে কার্যত নীরব থেকেছেন মোদি, শাহরা। কমিশনের জবাবে বলা হয়েছে আননো সোস। কেন্দ্রের শাসকদলের এহেন যুক্তিতে হতবাক কমিশনের একাংশ। সেইসঙ্গে এই অস্বাভাবিক বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে

বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে গেরুয়া শিবিরের নেতারা। সম্প্রতি, এডিআর নাম একটি অ-সরকারি সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ কেন্দ্রের শাসক ও বিরোধী শিবিরের নেতাদের। সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী গত অর্থবর্ষে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, বিএসপি মতো সাতটি জাতীয় দল মোট ৩ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। যদিও এর সিংহভাগ অর্থই নাকি দলের কোষাগারে জমা পড়েছে অজানা উৎস থেকে। সেই অঙ্কের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৭০ কোটি টাকা। কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে যে হিসাব জমা দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ অনুদানই পেয়েছে গেরুয়া শিবির। এই অঙ্কের পরিমাণ ১ হাজার ৯১৭ কোটি টাকা। শুধুমাত্র

৯১৭ কোটির টাকার উৎস কমিশনকে জানাতে পেরেছে পদ্মপ্রক্ষ। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো বিজেপির কোষাগারে অনুদান বাবদ জমা পড়া অর্থের সিংহভাগই অজানা উৎস থেকে এসেছে বলে কমিশনকে জানিয়েছেন জেপি নাড্ডা ও বিএল সন্তোষরা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস অজানা থাকায় অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। দলের একাংশের মতে চলতি বছরে এখনও ছ’টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। বিষয়টি প্রকাশ্যে আশায় বিরোধীরা ভোটের প্রচারে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। এমনটিতে আদানি ইস্যুতে ল্যাজেগোবরে হতে হচ্ছে দলকে। তারপর ফের দলের কোষাগার নিয়ে মানুষের সামনে প্রশ্ন তুলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল বিরোধীরা।

স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্নিহিত বাড়বে নেতৃত্বের। কারণ রূপন কেটে টাকা তোলার রেওয়াজ গেরুয়া শিবিরে নেই। পুরোটিই এসেছে ইলেক্টোরাল বন্ড ও স্বেচ্ছা অনুদান মারফত। এমনটিতে ইলেক্টোরাল বন্ড মারফত উৎস জানাতে বাধ্য নয় রাজনৈতিক দলগুলো। তবে যেহেতু স্টেট ব্যাংক একমাত্র ইলেক্টোরাল বন্ড বিক্রি করে তাই হচ্ছে করলেই কমিশন ব্যাংক থেকে অর্থের উৎস জানতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বা কমিশন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহদের বিরুদ্ধে গিয়ে কতখানি খোঁজখবর করবে তা নিয়ে সন্দেহান রাজনৈতিক মহল। ফলে বিপুল পরিমাণ এই অর্থের উৎস অজানাই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে।

## চাকরিপ্রার্থীদের সংহতি জানাতে সিপিআই প্রতিনিধিদল

# ৭৩০ দিনে আন্দোলন তীব্র করার ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এসএসসি’র চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন মঙ্গলবার ৭৩০দিন অর্থাৎ ২ বছরে পড়ল। এদিন আন্দোলনকে সংহতি জানাতে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে পৌঁছালেন সিপিআই প্রতিনিধিবৃন্দ। সেখানে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ানোর সব ধরনের আশ্বাস দেন সিপিআই প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দাবিও করা হয় অবিলম্বে যোগ্য মেধাবী চাকুরীপ্রার্থীদের শিক্ষকতার চাকুরি দেওয়া। এটা কোনও দয়া ভিক্ষা নয়। তার যোগ্যতার প্রাপ্য অধিকার। এসএসসি-র চাকুরি প্রার্থীদের আন্দোলনের ৭৩০ দিন বা ২ বছরের মধ্যে দু-একবার বৈঠক করে তৃণমূলকে নেতৃত্বদান আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা নিয়োগহস্ত্র পেলেন না। দুর্নীতি যে কোন্ পর্যায়ে গেছে তা তার জ্বলন্ত প্রমাণ গোটী শিক্ষাদপ্তরের রাধাববোয়ালরা আজ জেলখানায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’র ভাইবির চাকুরি গেছে। উত্তর ২৪



এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের ২ বছর পূর্তিতে শহিদ মিনারের অবস্থানে সিপিআই নেতৃত্ব।  
ফটো : নিজস্ব

পরগনার মিনাখাঁর বিধায়কের প্রখর গ্রীষ্মে ব্ল্যাদ সম্পাদক প্রবীর দেব, মেয়ের চাকুরি গেছে। তার ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তশূন্য হয়ে যায়। ৫০-৬০ জন রক্তও দান করেন। এবার আদালতের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে, টাকা দিয়ে যারা চাকরি পেয়েছিলেন তারা আমাদের পরিবারের সদস্য বলে দাবি করলেন তিনি। সঙ্গে দুর্নীতির কান্ডারিদের দায় ঝেড়ে ফেলে বললেন, টেক স্ট্রিক্ট অ্যাকশন। এদিন আলিপুর আদালতে ঋষি অরবিন্দ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কখনও জেনে শুনে অন্যায় কারও করিনি। ইভেন আমরা ক্ষমতায় আসার পর একটা সিপিএম ক্যাডারের চাকুরি খাইনি। তাহলে তোমরা কেন খাচ্ছে? দেবার ক্ষমতা নেই কাডবার ক্ষমতা আছে? আমি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা রায় দেখেছিলাম। সিপিএমের আমলে। চাকরি নিয়ে একটা কেস হয়েছিল। উনি বলেছিলেন রায়ে যে সশেষোন করে নেও যদি ভুল থাকে। চাকরি খাওয়ার কথা বলেনি। আর এখন রোজ কথায় কথায়, তিন হাজার চাকুরি বাদ চার হাজার চাকুরি বাদ...। মমতার যুক্তি, কেউ যদি নীচুতলায় অন্যায়ও করে থাকে আমাদের এখানে গণতান্ত্রিক দল। সবাই তো আমার তৃণমূলের ক্যাডার নয়। সবাই আমার সরকারের ক্যাডার নয়। সরকারের ক্যাডার হলেও তারা কোনও না কোনও পার্টির সমর্থক। তারা নীচে বসে যদি কেউ অন্যায় করে, আমার লোকও অন্যায় করে, আমি ন্যায়ের পথে থাকব। আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। এটা আমার চিরকালের স্বভাব। কিন্তু আমি একটু ভেবে দেখতে বলব। কালকেও ২ জন সুইসাইড করেছে। যদি কেউ ভুল করে থাকে, তার দায়িত্ব তারা নেবে কেন? আজকে একটা ছেলে মেয়ে বিয়ে করে সংসার করছে, আজকে একটা ছেলে মেয়ে চাকরি করে বলে বাবা-মায়েক দেখতে পারছে। হঠাৎ করে চাকরিটা চলে গেলে সে খাবে কী? সে ভাবছে আমি থাকতে আমার ছেলে মেয়েরা পাবে কোথেকে। দুর্নীতির মাথাবাদের দায় ঝেড়ে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি তো বলছি, যারা অন্যায় করেছে অ্যাকশন নিন। টেক স্ট্রং অ্যাকশন। আমার কোনও দয়া নেই তাদের জন্য। কিন্তু ছেলে মেয়েগুলো যেন ভিক্তিমাইজ না হয় তাদের চাকরিটা আইন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরে সাংবাদিকদের কাছে সিপিআই কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রবীর দেব বলেন যে পাচার, দুর্নীতি, চিটফান্ড এসবই তৃণমূল সরকারের মুখোশ টেনে খুলে নিয়েছে। এ চরম লজ্জা। আমরা চাকুরীপ্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে আছি, সব সময়ই থাকব।

## আবার দুই শিশুর মৃত্যু বিসি রায়ে

স্টাফ রিপোর্টার : শিশুমৃত্যু কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। মাঝরাতে আবার বিসি রায় শিশু হাসপাতালে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বারাসতের কদম্বগাছির দেড় বছরের শিশুকন্যা আটদিন ধরে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল। জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয় শিশুটি। মাঝরাতে মারা যায় শিশুটি। আবার মৃত্যু হয়েছে ২৬ দিনের এক সন্তোজাতেরও। উত্তর ২৪ পরগনার হাডোয়ার রানিগাছি এলাকায় শিশুটির বাড়ি। তিন সপ্তাহ ধরে এসএনসিইউয়ে ভর্তি ছিল শিশুটি। রাত ১টা নাগাদ শিশুপুত্রকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আজ, মঙ্গলবার মৃতের পরিবারের হাতে দেহ দুটি তুলে দেওয়া হয়। এদিকে বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জানুয়ারি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## ডিএ নিয়ে আবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

## রাজ্যের কর্মীরা কেন্দ্রের হারে

## ডিএ চাইবেন তা হয় না

স্টাফ রিপোর্টার : কাজ করবেন রাজ্যের আর কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে, তা তো হয় না। আলিপুর আদালতের এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এমন কথা বলেন। তার দাবি, আমি অধিকার কাড়ার পক্ষে নই, আমি অধিকার দেওয়ার পক্ষে। জেনুইন যে অধিকারটা দেওয়া যায়। যেটা আইনত স্বীকৃত। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভাগ আছে। রাজ্য সরকার তার নীতি অনুসারে চলে, কেন্দ্র তার আর্থিক কাঠামো অনুসারে চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আছে। রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্য সরকারের টাকা ছাপানোর ক্ষমতাও নেই। আগে অনেকরকম কর আদায়

হত। এখন একটাই কর, জিএসটি। পুরো টাকাটা কেন্দ্র তুলে নিয়ে যায়। তার যতটা আমাদের দেওয়া হবে বলা হয়েছিল ততটা দেওয়া হয় না। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই, রাজ্য সরকারের পে কমিশন রাজ্য সরকারের নিয়মনিতি অনুসারে চলে। ষষ্ঠ বেতন কমিশন যে টাকা সুপারিশ করেছে আমরা দিয়েছি। কিন্তু আপনারা যদি বলেন কাজ করবেন রাজ্যের আর কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ দিতে হবে। তা তো হয় না। সেন্ট্রাল স্কুল আলাদা মাইনে পায়, স্টেটের স্কুল আলাদা মাইনে পায়। স্টেটের স্ট্রাকচার আলাদা।

সেন্ট্রালের স্ট্রাকচার আলাদা। আমার যদি ক্ষমতা থাকে, আমি ভালোবেসে দিই, নিশ্চই দেব। সিপিএমের সময় দেওয়া হয়েছিল ৩৬ শতাংশ। আমরা দিয়েছি ১০৬ শতাংশ। ২০১৯-এর ষষ্ঠ বেতন কমিশনের পুরোটিই আমরা দিয়েছি। এবার আপনারা বলুন তো যে সরকারটা এত মানবিক, একদিকে স্বাস্থ্যসাধী চলছে, একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলছে, একদিকে বিনা পয়সায় স্কুল চলছে, স্কুলের ড্রেসটাও চলছে, ১০০০ টাকা পেনশনও চলছে, জয় জোহারও চলছে, ফ্রিতে রেশনও চলছে, আর কত করতে পারে একটা সরকার?

## কুন্তল-শান্তনুকে নিয়ে

## হাত ধুয়ে ফেলল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডির হাতে গ্রেফতার হতেই দল এবং মন্ত্রিসভা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। এবার নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার আরও দুই নেতার বিরুদ্ধেও একই পদক্ষেপ করল তৃণমূল কংগ্রেস। কুন্তল ঘোষ এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিস্কার করা হল তৃণমূল কংগ্রেস থেকে। আজ, মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে এই দুই নেতাকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্তের কথা জানানলেন শশী পাঁজা এবং ব্রাতা বসু। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মন্ত্রী তথা দলের মহাসচিব ছিলেন। সেখানে কুন্তল-শান্তনু গ্রেফ যুব নেতা। আগেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে ছিলেন, দলকে সামনে রেখে কেউ অপরাধ করলে এবং কেউ দুর্নীতিতে জড়ালে তাঁকে আশ্রয় দেবে না তৃণমূল কংগ্রেস। সে যত বড়ই নেতা হন। এই সিদ্ধান্ত মতোই এবার কাজ করল ঘাসফুল শিবির। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, আমরা বারবার বলে এসেছি এই দুর্নীতির সমাধান চাই। যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাঁদের রেয়াত করা হবে না। এদিকে বিধায়ক তথা দলের সদস্য মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। সেখানে যুবনেতাদের বিরুদ্ধে এমন কড়া পদক্ষেপ কেন? উঠবে প্রশ্ন। তবে শান্তনুকে গ্রেফতারের পাঁচদিনের মাথায় বহিস্কার করা হল। আর কুন্তল ঘোষের ক্ষেত্রে সময় লাগল দেড় মাস। আর অনুব্রত মণ্ডল এখনও বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। শশী পাঁজার কথায়, নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে বহু রাজনৈতিক দল জড়িত। বহু নেতা বিধানসভায় প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন, তোমায় জেলে ভরে দেব। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দুর্নীতি সহ্য করে না। আমরা সর্কলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। কুন্তল-শান্তনুকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপিকে দেখা গিয়েছে তাদের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতাদের জামিনের জন্য তদ্বির করতে, দাবি করেছেন শশী পাঁজা। তিনি বলেন, হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন অমিত শাহ। আবার ৩৫০ কোটিতে যেখানে শুভেন্দুপুর সুপারিশ করা প্রার্থীরা রয়েছেন। সেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করা হচ্ছে না। কাদের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ তার তালিকা দেবে তৃণমূল। তালিকায় ৫৯ জন রয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকেই আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আসলে এটা প্রতিহিংসার রাজনীতি। ভোট পেয়েছে না, উন্নয়নে পারছে না। তাই ইডি-সিবিআই করছে। আর ব্রাতা বসু বলেন, আমাদের অপরাধ, আমরা তিনবারের নির্বাচিত সরকার। আপনারা হয়তো আরও তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করবেন। করুন, কিন্তু বিজেপি নেতাদের একবারও ডাকবেন না? নারদা ও সারদা কোনও ট্রায়াল এখনও হয়নি।

## ৪ সপ্তাহের মধ্যে

## দুয়ারে রেশন নিয়ে

## চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে

## সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফরিপোর্টার : চার সপ্তাহের মধ্যে দুয়ারে রেশন প্রকল্প নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট। তবে ততদিন রাজ্যের নির্দেশ মেনে ডিলারদের ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্প চালাতে হবে। মঙ্গলবার মৌখিক পর্যবেক্ষণে এমনই জানালেন সুপ্রিম বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার রিজয়েন্ডার জমা না করায় এদিন মামলার শুনানি হয়নি। ২ সপ্তাহের মধ্যে সবপক্ষের কাছে হলফনামা তলব করেছে শীর্ষ আদালত। পরের দু’সপ্তাহ রেশন ডিলারদের জবাবে দেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছে। এদিন দুয়ারে রেশন প্রকল্পের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দাবি করেছিলেন রেশন ডিলাররা। কিন্তু তাদের সেই আরজি মঞ্জুর করেননি বিচারপতি। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ এপ্রিল। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের দুয়ারে দুয়ারে নিভাপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০২১ বিশ্বাসভা নির্বাচনের আগে ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্প সে বছর নভেম্বরে চালু হয় প্রকল্পটি। কিন্তু প্রকল্পের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে ডিলারদেরই একাংশ। শুনানি শেষে ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্প বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## বহরমপুর থেকে উদ্ধার ৬ সকেট বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আবার বোমা উদ্ধার হল বহরমপুর থেকে। আজ, মঙ্গলবার বহরমপুরের গোরাবাজার কুমার হোস্টেলের বহরমপুরের গোরা বাজারে কুমার হোস্টেলের কাছে গঙ্গার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল ৬টি সকেট বোমা। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নওদার ঘটনা এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে। তার মধ্যেই কেমন করে গঙ্গার ধারে এই পরিতাজ্ঞ এলাকায় বোমা এল তা ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। এমনকী ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কোন দূর্যটনা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ৬টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধারে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে

মিলছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে আগেও উদ্ধার হয়েছে একাধিক বোমা। এবার গঙ্গার জলের পাড়ে পাওয়া গেল ছটি তাজা সকেট বোমা। যা সবাইকে চিন্তায় ফেলেছে।

পুলিস সূত্রে খবর, বোমা দেখে মনে হচ্ছে বোমাগুলি দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গার জলের ধারে রাখা ছিল। এখনও পর্যন্ত ৬টি সকেট বোমা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় পর্ব শুরু করে। তবে কে বা কারা বোমা রেখেছিল সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রামবাসী ও চাষীদের বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁরা এখানে নিত্য যাতায়াত করেন। তাই তাঁরা যদি কোনও তথ্য দিতে পারেন।

## রাজ্যে ৮ হাজার স্কুল বন্ধের খবরকে গুজব বললেন ব্রাত্য

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যে কোনও সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে না। তৃণমূল ভবনে বসে একথা জানলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার তিনি বলেন, পুরোটাই গুজব। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই গুজব ছাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা দফতর একটি নির্দেশিকা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল মিলিয়ে ৮,২০৭ স্কুল বন্ধ হতে চলেছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে ৬,৬৪৯টি প্রাথমিক স্কুল।

দফতর জারি করেনি। রাজ্যে কোনও স্কুল বন্ধ হচ্ছে না। পুরোটাই গুজব। রাজনৈতিক স্বার্থে এই গুজব ছড়ানো হয়েছে। প্রশ্ন হল, স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যখন লাগাতার প্রচার হয়েছে তখন কেন কোনও বিবৃতি জারি করেনি শিক্ষা দফতর? কেন সাংবাদিকের প্রশ্ন করার অপেক্ষায় ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী? না কি সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতি বিরূপ বুঝে আপাতত তা স্থগিত রেখেছে সরকার?

## বড়বাজারে গ্রেফতার অস্ত্র পাচারকারী

স্টাফ রিপোর্টার : মাদক এবং বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচার চক্রের মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আহমেদ আলি। সে বিহারের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই বড়বাজারে শ্রমিক সেজে গা ঢাকা দিয়েছিল ওই ব্যক্তি। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিহারের সিআইডির একটি দল কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে হানা দিয়ে।তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর ধৃতকে বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি বিহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচার এবং বিভিন্ন ধরনের মাদক পাচার করত। মূলত বিহারের মুন্সেরে তৈরি

শেষে আহমেদের পরিচিত এবং আত্মীয়দের মোবাইলের সূত্র ধরে তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করে বিহার পুলিশ। তাতে জানা যায়, কলকাতায় কোনও এক জায়গায় আত্মগোপন করে রয়েছে আহমেদ। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরেই বিহারের সিআইডি কলকাতা পুলিশের এসটিএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে বড়বাজারে শ্রমিকের ছদ্মবেশে রয়েছে আহমেদ। একটি বাণিজ্যিক বহুতলে সে আত্মগোপন করে রয়েছে। রবিবার বিহার সিআইডির একটি টিম কলকাতায় এসে পৌঁছয়। সিআইডির সঙ্গে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা যৌথভাবে বড়বাজারের বেশ কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয় অবশেষে একটি বাড়িতে তার সন্ধান মেলে। সেখান থেকেই তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে বিহারে নিয়ে যায় সিআইডি। কলকাতায় আহমেদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ এবং বিহার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশের দুটি জায়গায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিশ পায়।

### দুয়ারে রেশন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

১ পৃষ্ঠার পর হাই কোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনতার পরিষেবার মতো বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য প্রশাসন। সেই মামলায় হাই কোর্টের ওই রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে স্থিতিবস্থার কথা বলে শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ যেমন প্রকল্প চলছিল, তেমনই চলবে। বন্ধ করতে হবে না।


 মঙ্গলবার শুরু হল ‘উচ্চমাধ্যমিক। যোধপুর গার্লসে পরীক্ষার্থীর প্রতি মায়ের আশীর্বাদ। ফটো : কালান্তর

## মালদহে এক ঘণ্টা দেরিতে প্রশ্ন পেল অসুস্থ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা পর প্রশ্নপত্র হাতে পেল এক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এই নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ওই পরীক্ষার্থীর পরিবার। যদিও এই নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চাইনি। হাট জেলার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা অধিকারিকের দাবি, সময় মতো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা দেওয়ার কথা জানায়নি। এতেই সমস্যা তৈরি হয়। জানা গিয়েছে, ওই পরীক্ষার্থীর নাম সুমি পারভিন। সে চাঁচলের দরিয়াপুর ইমামপুর বারস্থাল হাইস্কুলের ছাত্রী। তাঁর উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্র হয় কলিগ্রাম হাইস্কুলে। কিন্তু, তীব্র প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে দুদিন আগে সুমিকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পরিবারের

তরফে জানানো হয়, সুমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। প্রয়োজনে হাসপাতালেই যেন তাঁর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে লিখিত আবেদনও করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। কিন্তু অভিযোগ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেকথা জেলা শিক্ষা দফতরে জানাননি। এমনকি, সুমি যে পরীক্ষা দেওয়ার অবস্থায় রয়েছে, সেটাও কাউকে জানানো হয়নি। ফলে হাসপাতাল থেকে তাঁর পরীক্ষা দেওয়ার কোনও আগাম ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা ছিল না।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু ঠিক আগে এনিয়ে ইইচই শুরু হয়। তড়িঘড়ি শুরু হয় পরীক্ষার বন্দোবস্ত। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রশ্নপত্র এসে পৌঁছয় হাসপাতালে। এরপর শুরু হয় পরীক্ষা। এদিকে ওই ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে প্রশ্নপত্র পৌঁছনের ব্যবস্থা করা হয়। শেষপর্যন্ত ওই ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পেরেছে।

## এবার স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আইনজীবীরাও

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতায় এবার আনা হচ্ছে আইনজীবীদেরও। আলিপুর জজ কোর্টে শ্রমি অরবিন্দের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনজীবী যাঁরা কোভিডে মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একের পর এক মামলায় এখন জড়িয়ে পড়েছে রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। তার মাঝেই মঙ্গলবার আলিপুর জজ কোর্টের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে রাজ্যের

আইনজীবী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় চলে আসছেন। ফলে তাঁরাও রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিয়েবা বিনামূল্যেই পাবেন। আমি আইনজীবীদের জন্য মনে করি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় তাঁরা ইনস্যুরেন্স করেন, টাকা পান না। স্বাস্থ্য পরিয়েবা পেতে অসুবিধা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে অনেকে আইনজীবীদের মূর্ত্যে আনার চেষ্টা বলে মনে করছেন। আইনজীবী যাঁরা কোভিডে মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হোক।

এদিন আরও দুটি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এক, আলিপুর আদালতে এবার থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যের মামলা করা যাবে। এতদিন পর্যন্ত এই সুযোগ ছিল শুধুমাত্র ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ও শিয়ালদা কোর্টে। তার ফলে সেখানকার আইনজীবীরা আরও বেশি করে মামলা পাবেন বলে আশা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই,তিনি অনুরোধ করেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে যে, রাজ্যের যে লিগাল এইড সার্ভিস আছে, সেখানে যেন তরুণ আইনজীবী যাঁরা সবে সবে এই পেশায় পা রেখেছেন তাঁদের যেন সুযোগ দেওয়া হয়। মন্ত্রী তাতে সাায়ও দিয়েছেন।

## আবার দুই শিশুর মৃত্যু বিসি রায়ে

১ পৃষ্ঠার পর মাস থেকে আজ পর্যন্ত ১৪৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে গোটা বাংলায়। সকলেরই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল জুড়ে শুধু কাম্মার রোল। কোল খালি হওয়া মায়াদের কান্না, হাহাকার। অসহায় অবস্থায় ছুটে বেড়াচ্ছেন বাবারা। শিশুদের সংক্রমণ নিয়ে রোগের মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। সোমবার সেই টাস্ক ফোর্সের প্রথম বৈঠক হয়। সেখানে অ্যাাডিনোভাই রাস –সহ অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন (এআরআই) রোধে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক সচেতনতার কাজটি করতে বলা হয়। একই কাজ আশা কর্মীদেরও করতে বলা হয়েছে। প্রোটোকল মেনে চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নজরদারির পরামর্শ দিয়েছে এই টাস্ক ফোর্স। এমনকি এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে আজ, মঙ্গলবার বৈঠকে বসবে স্বাস্থ্য কমিশন। ঋতু পরিবর্তনের জেরে অসুখ-বিসুখের ও অ্যাডিনোভাইরাসের উপসর্গ নিয়েও শিশু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে হাসপাতালগুলিতে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে

রাজ্যগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। আর কী জানা যাচ্ছে? পর পর শিশুদের মৃত্যু নিয়ে জোর আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সব শিশু হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে হা হাকার পড়ে গিয়েছে। যা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে রাজ্যের মানুষজনের মধ্যে। ভাইরাল ফিভার এবং অ্যাডিনোভাইরাসের উপসর্গ নিয়েও শিশু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ব্লক থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালে। দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের ছবিটা একই। দেশের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখাসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বাস্থ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ। পরিস্থিতি নজরে রাখতে বলা হয়েছে।

## উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ভুয়ো চাকরিপ্রার্থী গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিয়োগ দুর্নীতিতে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। সম্প্রতি ১৯১১ জন গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তারই মধ্যে এবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। ভুঁয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গ্রুপ ডি পদে যোগ দিতে এসে গ্রেফতার হল এক যুবক। ওই যুবক মালদার বাসিন্দা। ঘটনাটি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গ্রুপ ডি পদে ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগ দিতে আসে ওই যুবক। ধৃতের নাম হল মুক্তার আলি। যুবক মালদার ইংলিশবাজার থানার নঘরিয়ার বাসিন্দা। তবে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় যুবককে যেতে হল শ্রীঘরে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের সুপারের অফিসে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন মুক্তার আলি নামে ওই যুবক। মুক্তারের নিয়োগপত্র দেখেই সন্দেহ হওয়ায় হাসপাতাল সুপার স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটে এবং অফিসের ফাইলগুলি খতিয়ে দেখেন। সেখানেই ধরা পড়ে যায় সন্দেহ হয়। পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যভবনেও বিষয়টি জানিয়েছি। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখানে ধৃতের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## কল আছে জল নেই বাঁকুড়ায় ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা : কল আছে কিন্তু কলে জল নেই। প্রায় দু’বছর আগে এসেছিল পানীয় জলের লাইন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখনও সেই কলের লাইনে জল আসেনি। বাঁকুড়া দু’নম্বর ব্লকের জুনবেদিয়া গ্রাম, যে গ্রামে লকডাউনের আগে পানীয় জলের লাইন আসে। সেই লাইনে এখনও পর্যন্ত একফোটা জলের দেখা পায়নি গোটা গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের ভরসা মাত্র একটি টিউবওয়েল। দাবি, পানীয় জলের জন্য গাড়ির তেল পুড়িয়ে প্রতিদিন দেড় কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। গরমের প্রবল তাপ–উত্তাপ মাথায় করে প্রেকার বাধ্য হয়ে যেতে হয় খাবার জল

আনতে। অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে দরখাস্ত দেওয়া হলেও তারা এই ব্যাপারে কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রামের প্রতি ঘরে কলের লাইন থাকা সত্ত্বেও সেই লাইনে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও গ্রামে একটা পুকুর পর্যন্ত নেই। বাড়ির মহিলা সদস্যদের মান করতে দূর–দূরান্তে যেতে হয়। পানীয় জলের সংকটে ভুগছে বাঁকুড়ার এই গ্রাম। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, পানীয় জলের ব্যবস্থা না করলে তারা ভোট বয়কট করবে। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট তার আগেই বাঁকুড়ায় জলের সমস্যা। এবার দেখার প্রশাসন এব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়।

### বরখাস্ত শিক্ষকদের পাশে

১ পৃষ্ঠার পর অনুযায়ীই ফিরিয়ে দিন। আইন অনুযায়ী যদি কোনও ভুল করে থাকে তাকে সুযোগ দেওয়া হোক। দরকার হলে সে আবার পরীক্ষা দিক। দরকার হলে তার জন্য আলাদা বন্দোবস্তো কোর্ট যেটা বলে দেবে আমরা সেটাই করে দেব। সিদ্ধান্ত আপনারা দিন।

বিচারব্যবস্থার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, আমি ফিফ জাস্টিসকে পেলাম না, বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে পেলাম। কারণ আমি

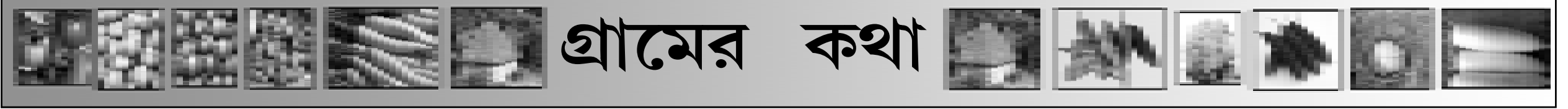
যখন থেকে কাগজে ছবি দেখেছি কালকে জলপাইগুড়িতে সুইসাইড করেছে। সকাল থেকে আমার মনটা কাঁদছে। সে কোন দলের সমর্থক, কোন পার্টির সমর্থক আমি জানি না। কিন্তু পরিবারটা কাঁদছে। ওরাও আমাদের পরিবারের সদস্য। তাই আমি বলব কথায় কথায় লোকের চাকরি খাবেন না। দেওয়ার ক্ষমতা নেই কিল মারার গৌঁসাই হয়েছে কিছু পলিটিক্যাল লোক।

এমনকি সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলাকারীদেরও আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, কত কেস পড়ে আছে, তাকাবে না। রোজ পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টেড লিটিগেশন। আমরা আগে

আসল ঘটনা। সুপার পরিস্কার বুঝতে পারেন এই ধরনের কোনও নিয়োগই হয়নি। এরপরেই স্বাস্থ্য ভবনেও মুক্তার আলির নিয়োগ সংক্রান্ত খবর নেন। ফোন করেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। সেখানেই আসল বিষয়টি জানতে পারেন সুপার। সব দিক খতিয়ে দেখে তিনি নিশ্চিত হতেই মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশকে বিষয়টি জানান। এরপরই সুপারের অফিসে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে মেডিক্যাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেন, কোনও নিয়োগ হলে তার তালিকা হয় স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে, অথবা আমাদের আগাম তা লিখিতভাবে জানানো হয়ে থাকে । নিয়োগের পরীক্ষা হলেও আমরা আগেই জানতে পারি। কিন্তু, সেসব কিছুই হয়নি। ওই যুবক এদিন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে নিয়োগপত্র নিয়ে আসায় সন্দেহ হয়। পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যভবনেও বিষয়টি জানিয়েছি। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখানে ধৃতের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।





## গ্রামের কথা

### দীর্ঘ কয়েক মাস বৃষ্টির দেখা নেই

# জলস্তর দ্রুত নামছে, সংকটে পানীয় জল ও বোরো চাষ

সুরত সরকার



গত বছর ছিল অনাবৃষ্টির বছর। প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য বৃষ্টির দর্শন মিলেছিল। বৃষ্টি নির্ভর জেলায় আমন ধান চাষ ব্যাহত হয়েছিল। আর যেখানে গভীর নলকূপ, সাব মার্শাল, বৈদ্যুতিক শ্যালোর অবস্থান আছে, সেই সমস্ত এলাকায় আমন ধানেও দিনরাত ভূগর্ভস্থ জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করে আমন ধান ঘরে তুলেছে উৎপাদকরা। যা ছিল অতি খরচা সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল, পরিবেশের পক্ষেও তা ছিল বড় বেমানান। যাদের নদী সেচের ব্যবস্থা ছিল, নদীর তলদেশ নেমে যাওয়ায় ক্যানেলেও প্রয়োজনীয় সেচ দিতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছিল ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামছে। সংকট দোরগোড়ায়। এই আশঙ্কাই সত্যি হলো। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। তা ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে পানীয় জলের জন্য হাহাকার সময়ের অপেক্ষায়। যদি দিন কয়েকের ভেতরে কালবৈশাখীর দেখা না মেলে, ভারি বৃষ্টি না হয় তবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হবে।

গত বছর ছিল অনাবৃষ্টির বছর। তাই চলতি

বছরে ভূগর্ভস্থ জল যেন যথেষ্ট ভাবে না তোলা হয় তার নজরদারি ছিল জরুরি। তা তেমনভাবে হয়নি। প্রশাসনের উচিত ছিল বোরো ধান চাষ নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ বোরো ধান চাষেই সবচেয়ে বেশি ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলিত হয়। কথায় আছে ১ কেজি বোরো ধান উৎপাদন করতে ৩০০০০ লিটারের বেশি জলের প্রয়োজন হয়। একে গত বছর ভূগর্ভস্থ জলের ঘাটতি পূরণ হয়নি, তার ওপর চলতি বোরো ধানে ভূগর্ভস্থ জল উঠছে গ্যালন গ্যালন। যা রাজ্যকে সংকটের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে। পানীয় জলের সংকটের মূল কারণ ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জল

যথেষ্টভাবে তুলে ফেলা। পরিস্থিতি আঁচ করে প্রশাসন বোরো ধান চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো, বোরো ধানের বিকল্প চাষ যেন কৃষকরা করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান করতে পারত। বোরো ধান নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু তা হতে পারতো জল যেখানে সহজলভ্য, অর্থাৎ ক্যানেল এলাকায়। কিন্তু কি দেখা গেল। সর্বত্রই বোরো ধান

চাষ চলছে। যথেষ্টভাবে জল উঠছে ভূগর্ভস্থ থেকে। আর শুধুই পানীয় জল নয়, ভূগর্ভস্থ জল স্তর নেমে যাওয়ায় যারা বোরো ধান চাষ করেছেন তারাও এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। বহু এলাকায় শ্যালাতে জল উঠছে না। বাধ্য হয়ে কৃষককে বোরো চাষ রক্ষা করবার জন্য হয় মোটা



রসুল মন্ডল

গত ৪০ বছর টিউবওয়েল, শ্যালা টিউবওয়েল বসানোর কাজ করছেন রসুল মন্ডল, আয়না বাড়ি, এসম মন্ডলরা। জলের লেয়ার পেতে

## শ্যালো মিস্ত্রি রসুল, আয়না বাড়ি, এসমদের এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই

পর্যবেক্ষক

খুব একটা অসুবিধা হতো না। যে বাজেট বলা হতো টিউবওয়েল মালিককে তার খারের কাছেই থাকতো। কিন্তু চলতি বছরটি ব্যতিক্রমী বছর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাতেও ওয়াটার লেবেল বুঝে উঠতে পারছেন না। বহু জায়গায় জল ফেল করছে। যে ওয়াটার লেভেলে তিন চার বছর আগে শ্যালা টিউবওয়েল পুঁতে ছিলেন আজ তা ওয়াটার লেবেল ছুঁতে পারছে না। সরকারি গভীর নলকূপগুলো ভূগর্ভস্থ জল সংকটের কারণে মোটর পুড়ছে যত্রতত্র। যা চাপ বাড়ানো বোরো চাষের সেচের ক্ষেত্রে। জলস্তর নেমে যাওয়ায় জল উঠছে না টিউবওয়েলে, শ্যালাতে। নদীয়া

জেলা জুড়ে তারা কাজ করেন। একবার শ্যালা পুঁতলেই জল উঠতে থাকে হু হু করে। গত বছরের অনাবৃষ্টির প্রকোপ পরেছে চলতি বছরে। বহু শ্যালা মালিক বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া নিচের ওয়াটার লেভেল ধরবার জন্য হয় সাবমার্শাল, নয়তো সিলিভার শ্যালা বসাতে হচ্ছে। তাতে খরচা অস্বাভাবিক বেড়ে যাচ্ছে। একটা সাবমার্শেল বসাতে গেলে ৪০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচা হচ্ছে। সিলিভার শ্যালা বসাতে গেলে ২৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। যা সাধারণ কৃষকের পক্ষে এক কথায় অসম্ভব। কিন্তু উপায় কি। তবে কাজের চাপে এখন

খরচা করে সাবমার্শাল বসাতে হচ্ছে, নয়তো সিলিভারের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। সাবমার্শাল বসানোর খরচা ৪০ থেকে ৭০ হাজার টাকা, সিলিভারের খরচা ২৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। যাদের সাধারণ শ্যালা তারাও পাইপ বাড়িয়ে, ফিল্টার বাড়িয়ে নেমে যাওয়া জলস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। উল্লেখ্য সাব মার্শাল এবং

সিলিভার টিউবওয়েল বসাতে গেলে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু সে নিয়ম বহু ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না তবে সব মিলিয়ে এখানেও খরচা বাড়ছে। সাধারণ টিউবওয়েলগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। আগে যেখানে ১৫ মিনিটে ট্যাংকি ভরতো, এখন সেখানে সময় নিচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশি। টিউবওয়েল পাম্প করে করে মোটর চালাতে হচ্ছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে অচিরেই ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের আশা ত্যাগ করতে হবে। সরকার সরবরাহকৃত গঙ্গা বা নদীর জল হয়তো পানীয় জলের বিকল্প হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা তো অতি সামান্য। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় কখন জল মিলবে, কতটুকু মিলবে, আদৌ মিলবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। এই পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে সময়ের প্রয়োজনেই, পরিস্থিতির প্রয়োজনেই অতি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে তা মোটেই সুখদায়ক নয়। বোরো ধানের বিকল্প যেমন অতি জরুরি, ঠিক তেমনি ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের বিকল্প

হিসেবে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে পরিশোধিত নদীর জলের ওপর। এই পরিশ্রুত মূল্যবান নদীর জল যেন যত্রতত্র পরে নষ্ট না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। সমুদ্রের নোনা জলকেও কি করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যায় তাঁর জন্যেও পরিকল্পনা জরুরি। গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই যখন সমস্যা নেমে এসেছে, তখন রাজ্যের খরা কবলিত জেলাগুলির পরিস্থিতি কি তা সহজেই অনুমেয়। ভূগর্ভস্থ জল যথেষ্ট ভাবে শুধুই শ্যালোর মাধ্যমে উঠছে না, অবৈধ পানীয় জলের ব্যবসায়ীরাও তার জন্য কমবেশি দায়ী। গরম পড়ায় বর্তমানে তাদের সিজন চলছে। কারণ যত্রতত্র বেআইনিভাবে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগাতেই তা হচ্ছে। এই বিষয়টিতেও নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন। আর পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন যুদ্ধকালীন তৎপরতা। হাতে সময় পাওয়া যাবে বড্ড জোর সপ্তাহ দুয়েক। তার মধ্যে ভারী বৃষ্টি হলে ভালো, আর না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কালখাম ছোট্টাতে হবে প্রশাসনের। তাই সময় থাকতেই ঘুম ভাঙ্গা জরুরি।

## কৃষি কৃষক এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সার্বিক উন্নয়নে সার্টসার পরিকল্পনা

কৃষি, কৃষক, কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস এসোসিয়েশন (সার্টসার) পশ্চিমবঙ্গ সম্প্রতি সংগঠনের নবম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবন অডিটোরিয়ামে আয়োজন করে। সভায় রাজ্যের ২৬টি জেলার প্রায় প্রতিটি ব্লকের কৃষি প্রযুক্তিবিদরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ অলংকৃত করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন ও উদ্যান পালন বিষয়ক মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মিনা, কৃষি অধিকর্তা পার্থ সেনগুপ্ত, সার্টসার জেনারেল সেক্রেটারি ড. গোষ্ঠী ন্যায়বান, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শঙ্কর দাস প্রমুখ।

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত- গ্রাম উন্নয়ন, উদ্যানপালন বিভাগের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে

শায়েস্তা খাঁ



প্রযুক্তিবিদদের কাজকর্মের ও প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে সংগঠনের যে সমস্ত দাবিসমূহ আছে তা দ্রুত পূরণের এবং বিবেচনার আশ্বাস দেন। একই ভাবে কৃষি প্রযুক্তিবিদদের কৃষকের মাঠে গিয়ে কৃষকের মুখ থেকে সমস্যাগুলি শুনে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তা পূরণে হৃদয় থেকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট সার্টসার কিভাবে কৃষির বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যে এগিয়ে চলেছে, তার সমস্যা ও সম্ভাবনা, এবং সমস্যার সমাধানে তাদের দাবিগুলি কি তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের পাঁচটি ভাগের সেরা ৫টি ফারমার্স প্রভিউসার অর্গানাইজেশন, ফারমার্স প্রভিউসার কোম্পানি এবং সেরা সমবায় সমিতিতে সার্টসার

‘কৃষি রবি’ সম্মান প্রদান করা হয়। রাজ্যের প্রথাগত এবং বিকল্প চাষের এবং কৃষকের উন্নয়নে যারা বহুমুখী কাজকর্ম পরিচালনা করে। একই সঙ্গে ফারমার্স প্রভিউসার অর্গানাইজেশন এবং ফারমার্স প্রভিউসার কোম্পানিতে যুক্ত কৃষকের আর্থিক ও মানসিক উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থেকে মডেল করে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। কৃষি রবি পুরস্কার প্রাপকদের হাতে মানপত্র, ট্রফি এবং ৩০০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়। সার্টসার কৃষি রবি পুরস্কার প্রাপক বাগনান এগ্রো প্রভিউসার কোম্পানি, হাওড়া, রায়নগর ফার্মাস প্রভিউসার কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ঝাড়গ্রাম ফারমার্স প্রভিউসার কোম্পানি, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণপাড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বহুমুখী সংঘ প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নদীয়ার কর্মকর্তারা কিভাবে ‘কৃষি রবি’ পুরস্কার পেলেন তা ব্যাখ্যা করেন।



বয়সের ভারে টলোমলো, হাঁটতেও কষ্ট হয়, তবু উপায় কি, পরিবারের আয়ের হাল যে তার কাঁধেই। আর সেই কারণেই ৮৬ বছরের বিশ্রাম নেই ভ্রাম্যমান চা পাতা বিক্রেতা ননীগোপাল আচার্যের। এখনো প্রত্যেক

## ৮৬ বছরেও বিশ্রাম নেই ভ্রাম্যমান চা পাতা বিক্রেতা ননীগোপাল আচার্যের

সুতপা সরকার

দিনই বেরোতে হয়। এক হাতে হরেক রকম চা পাতার ব্যাগ, অন্য হাতে দুধের থলি। কাছাকাছি এলাকায় হেঁটেই ফেরি করেন। দূরবর্তী এলাকায় ভরসা সাইকেল। খুব কষ্ট হলেও তিনি যে রানার। চল্লিশটা বছর এভাবেই দিন কাটছে ননীগোপাল আচার্যের। যৌবনে অনেকটা পথ ফেরি করতে পারতেন। তাই তখন আয় ছিল একটু বেশি। আর এখন সামান্য পথ, সামান্য রোজগার। যে রোজগারে এক বেলাই চলা দায়। তার ওপর শয্যাশায়ী জীবনসঙ্গিনী। তাই নিজেকেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলাতে হয়। ভাল, ভাত রান্না করা, কাপড় কাচা, তার সঙ্গে আরো আরো কাজ তো আছেই। বাড়ি ছেলে শিলিগুড়িতে থাকে। নিজেই নিজেরটা সামলায়। আর ছোট ছেলে, লেখাপড়ায় ভালো ছিল, বাগিজে মাতক। ইংরেজিটাও ভালো জানে।

কিন্তু না, অনেক ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি জোটতে পারেনি। অগত্যা সম্পূর্ণ অমত থাকা সত্ত্বেও বাবার ব্যবসাতেই লেগে পড়া। মন থেকে মেনে না নিতে পারায় ব্যবসাতেও সফলতা আসে না। আর ব্যবসা, রোজগারে বিফল হওয়ায় স্ত্রীও বেশিদিন ঘর করেনি। উপায় না থাকায় এখনো বাবাই ভরসা। তবে জীবনে দাঁড়াতে না পারায় নেশা এখন চোপে বসেছে তার ওপর। আগে বকাবকি করলেও বাবা এখন চুপচাপই থাকেন। চাকরিটা হলে হয়তো এরকম করত না এই ভাবনা বাবা মা-কে কুরে কুরে খায়। চার মেরে বিয়ে হয়ে গেছে। নিম্ন আয়ের লোকদের সন্তানরা ঘেরকম থাকে তেমনি কাটছে তাদের জীবনও। বাবার পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গতি সঙ্গ দেয় না। নিজস্ব ঘর না থাকলেও সরকার

আজও ঘর দেখনি। নিজের বার্ষিক ভাতা জুটলেও শয্যাশায়ী স্ত্রী ৭৩ বছর বয়সেও বার্ষিক ভাতা থেকে বঞ্চিত। ননীগোপাল আচার্য, বাড়ি, নদীয়ার হরিণঘাটার বারাসাত পাড়ায়। তিনি জানান ৪০ বছর হল এ কাজ করে চলেছেন। চা পাতা তোলেন কলকাতা এবং নৈহাটি থেকে। পিএফ, ও এফ, বিপি, বিপিওএস, লিপ, এইরকম গুণমানের চা পাতা তোলেন। সঙ্গে দুধ হিসেবে আমুল, আমুলিয়া, নমস্টে ইন্ডিয়া তোলেন। ব্যবসার এলাকা হরিণঘাটা, জাগুলী, বিরহী, কালিবাড়ার, গাইঘাটা, চাঁদপাড়া, গোপালনগর, বনগাঁ, নগরউখড়া ও তার আশপাশ এলাকা। তবে এখন আর দূরে যেতে পারেন না। হাঁটতে কষ্ট হয়, সাইকেল চালানো ক্রমশ দুস্কর হয়ে পড়ছে। কিন্তু

রোজগার যদি না হয় তবে স্ত্রী, পুত্র খাবে কি। তিন বেলা না পারি এক বেলা হলেও তো দিতে হবে। ছেলেটার একটা চাকরি দেখে দিন না, বহু জনকে বলেও কাজ জোটেনি। শয্যাশায়ী স্ত্রী, প্রয়োজনীয় সব ওষুধ কিনে উঠতে পারি না। চোখের সামনে দেখছি, তবু ফিজিওথেরাপি করবো কি করে, তিন বেলা ভাত দেওয়াই যেখানে দায় সেখানে সমস্ত ওষুধ কিনবো কি করে। ছেলেটার একটা কাজ দেখে দিন না দাদা, বাবার করুন আর্তি হৃদয় স্পর্শ করে। চাকরি পেলে সংসারটা বেঁচে যাবে, আমাকে আর এই বুড়ো বয়সে বেরোতে হবে না। ছেলের মার চিকিৎসা করতেও সুবিধা হবে। দু ব্যাগ হাতে নিয়ে পুনরায় পথচলা শুরু করেন ননীবাবু। ‘চা পাতা নেবেন গো চা পাতা, দুধ নেবেন গো, দুধ।’

## কালান্তর

## সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা □ ৩০ ফাল্গুন ১৪২৯ □ বুধবার

## গভীর প্রশ্ন

সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের পরে আমেরিকার বন্ধ হল সিগনেচার ব্যাংক। এটাও একটি বেসরকারি ব্যাংক। প্রধান শাখা নিউ ইয়র্কে। ২০১৮ সাল থেকে সিগনেচার ব্যাংক আমানতকারীদের শুধু টাকা নয়, ক্রিপ্টো কারেন্সিও (ডিজিটাল মুদ্রা) জমা রাখত। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে টেসলার মালিক ইলন মাস্ক, রিলায়েন্স-এর মালিক মুকেশ আম্বানি সকলেই ডিজিটাল মুদ্রা ক্রিপ্টো কারেন্সিতে বিনিয়োগ করেন। বলা হচ্ছিল, এটাই আগামী দিনের মুদ্রা ব্যবস্থা। যা ধরা যায় না। শুধু ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখা যায়! এখন আমানতকারীদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যাংক। ঠিক যেমন আমাদের দেশে ইয়েস ব্যাংক, লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংক বা গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে হয়েছে। সাধারণ মানুষের কষ্ট, ঘামে ডেজা টাকা এইচডিএফসি, এক্সিস বা বন্ধন ব্যাংকে সুরক্ষিত তো? প্রশ্নটা ভাবাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতে ডিজিটাল লেনদেনকারী পেটিএম, ফোন পে, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক – এর ওয়ালেট বা ব্যাংকে টাকা কতটা সুরক্ষিত? এই ব্যাপারে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিবৃতি জারি করে জানতে হবে। কারণ, কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ এবং আর্থিক সুরক্ষা-র সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান অবশ্য দুই বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারি বেসরকারি ব্যাংক ফেল মারলে ফেরত পাওয়া যাবে মাত্র ৫ লাখ টাকা! তা ব্যাংকে আপনার ৫০ লাখ বা ৫ কোটি যাই থাক। এই চিন্তার হাত থেকে আমানতকারীদের মুক্তি দিতে তাঁদের জমানো টাকা যাতে সুরক্ষিত থাকে সে কথা ভেবেই রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা পালনে ব্যাংক জাতীয়করণ হয়েছিল। এখন সরকারি ব্যাংক প্রাইভেট কোম্পানিকে বিক্রি করে মোদি দেশে উন্নতি ঘটাতে তৎপর!

ফলে, এই প্রশ্ন কিছু অস্বাভাবিক নয় যে মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ভারতীয় ব্যবস্থা সুরক্ষিত কি না!

# মার্কিন ব্যাংকগুলির দেউলিয়া দশা সংকট লুকোতে মরিয়া পুঁজিবাদ

ভাষ্যকার



তিন দিনের ব্যবধানে দুটি ব্যাংকের পতন হলো যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে বললেন, যারা এর জন্য দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যাংক খাত ও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিকে বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে যা যা করণীয়, তার সবই করা হবে। কিন্তু কিছুই যেন আপাতত হলে পানি পাচ্ছে না। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক ও সিগনেচার ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরে মঙ্গলবার বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ব্যাংকের শেয়ারের দরপতন হয়েছে। সোমবার সকালে ইউরোপের দেশ স্পেনের স্যানটানডার ও জার্মানির কমার্জ ব্যাংকের শেয়ারদর ১০ শতাংশের বেশি পড়েছে।

তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোর। গতকাল সে দেশের ব্যাংকগুলোর বাজার মূলধন কমেছে ৯০ বিলিয়ন বা ৯ হাজার কোটি ডলার। এ নিয়ে গত চার দিনে তাদের বাজার মূলধন হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯০ বিলিয়ন বা ১৯ হাজার কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোর মধ্যে আবার সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পাচ্ছে আঞ্চলিক ব্যাংকগুলো। ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকের শেয়ারদর ৬০ শতাংশের বেশি কমেছে। এমনকি সে ব্যাংকে নতুন বিনিয়োগ আসছে, এমন খবরও বিনিয়োগকারীদের আশ্রুস্ত করতে পারেনি। তবে এ ক্ষেত্রে ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা মুডিসের ভূমিকা আছে। কারণ, তারা এ ব্যাংকের ঋণমান হ্রাসের জন্য পর্যালোচনা করছে।

এ ছাড়া ইউরোপের স্টক্স ব্যাংকিং সূচকের পতন হয়েছে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ ও ক্রেডিট সুপির পতন হয়েছে ৯ দশমিক ৬

শতাংশ। এশিয়ায় জাপানের ব্যাংকিং উপসূচক ডটআইবিএনকেএস ডটটির পতন হয়েছে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এই যখন বাস্তবতা, তখন বাজারে আরেক আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হলো, বাজারের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ হয়তো নীতি সুদহার বৃদ্ধির ধারা থেকে বেরিয়ে আসবে। মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লাই চালাতে গিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ ও বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদহার বাড়িয়েছে।

তবে এটা যে আর্থিক ব্যবস্থা ও বিশ্বজুড়ে বাজারের ওপর কতটা চাপ তৈরি করেছে, তার নজির হচ্ছে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের বন্ধ হওয়া। নীতি সুদহার বৃদ্ধির কারণে প্রবৃদ্ধির চাকা স্লথ হয়েছে। সেই ধাক্কায় এখন ব্যাংক বন্ধ হচ্ছে। ফলে বিষয়টি গুরুতর রূপ নিয়েছে। বিনিয়োগকারীরা মনে করেন, ফেডারেল রিজার্ভ যেহেতু এখনো সুদের হার বাড়িয়ে চলেছে, তাই ব্যাংক খাতের ঝুঁকি শেষ হয়ে যায়নি।

ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সংকট নিয়ে গবেষণা করে গত বছর অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল

রিজার্ভ ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান বেন এস বার্নানকে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডগলাস ডব্লিউ ডায়মন্ড ও ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফিলিপ এইচ ডিভিগি। আধুনিক কালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভ্রাবহ অর্থনৈতিক সংকট ছিল ১৯৩০-এর দশকের সংকট। ২০২২ সালের নোবেল বিজয়ী বেন বার্নানকে সেই সংকট নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে বিপুলসংখ্যক আমানতকারী একসঙ্গে ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নেওয়ায় (ব্যাংক রান) ১৯৩০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংকট গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। বার্নানকে বলেছেন, শ্রেফ গুজবের কারণে যে ব্যাংক ধসে পড়তে পারে, তার বড় নজির এসভিবি। বিপুলসংখ্যক সঞ্চয়কারী যখন একসঙ্গে সঞ্চয় ভাঙার জন্য ব্যাংকে যান, তখন গুজব কার্যত বাস্তব রূপ লাভের কাছাকাছি চলে যায়। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে সরকার উদ্ধারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। সেটা হলো, আমানতের বিমা দিয়ে ব্যাংকের জন্য সরকারের আপকালীন ব্যাংকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। এসভিবি'র ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ঠিক সে

কাজটি করেছে।

এই বক্তব্য একটি জিনিস প্রমাণ করে। তাহল ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেসন এবং ২০০৭-৮ থেকে চলতে থাকা এই ব্যাপক স্লথতা বা স্লো ডাউন যে পুঁজিবাদের নিজস্ব নিয়মেরই সংকট বিষয়টি যখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধতে পরিণত তা অস্বীকার করতে এখনো এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও পুঁজিবাদীদের কি মরিয়া প্রয়াস। মার্কিন ব্যবস্থাপকরা যখন-এর বক্তব্য তুলে ধরছেন তখন সেদেশেরই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ একদা বিশ্বব্যাংকের অধিকর্তা জোসেফ স্টিগলিসের বক্তব্য সামনে কেন? স্টিগলিস যেখানে পুরো ঘটনাকে মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ব্যর্থতা বলে অবিহিত করছেন। এবং এটি যে ঘটতে চলেছে তা অনুমিতই ছিল বলে গত ১৩ মার্চেই বড় লেখা লিখেছেন। এরফলে আরো একটি প্রশ্ন আবার প্রকট হয়ে উঠছে। তাহল মুনাফার সময় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই। আর, সংকট উত্তরণের বেলায় রাষ্ট্রের ভূমিকা! যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার মানুষের অর্থে গড়ে ওঠে। এরই নাম তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

## দেশ দুনিয়ার অর্থনীতি

### মাত্র এক পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে

### সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ব্রিটেন শাখা

পর্যবেক্ষক

ধসে পড়া মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ব্রিটেন শাখা মাত্র এক পাউন্ডের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে এইচএসবিসি। এই প্রতীকী দামে ব্যাংকটির ব্রিটেনের কার্যক্রম কিনে নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো দেশটির স্টার্টআপগুলোর গুরুত্বপূর্ণ এক ঋণদানকারীকে সংকট থেকে বাঁচানো। খবর রয়টার্সের।

১ পাউন্ড ১ দশমিক ২১ মার্কিন ডলার ভারতীয় মুদ্রায় ৮২ থেকে ৮৩ টাকায় ঘোরাফেরা করছে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ধস হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক ধসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। সেখানে কর্তৃপক্ষ এখন ব্যাংকটির জন্য তহবিল জোগানোর চেষ্টা করছে এবং এই ধস যাতে আর্থিক খাতে বড় রকমের ক্ষতি না করে, তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে।

সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ধসের পর প্রযুক্তি খাতের অন্যতম বড় এই ঋণদানকারীর ব্রিটেন শাখাকে নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে দেশটির সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে সপ্তাহান্তে বৈঠক হয়েছে। এইচএসবিসির এই অধিগ্রহণের ফলে তাদের সেই প্রাণান্তকর চেষ্টা। পৃথিবীর অন্যতম বড় ব্যাংক হলো এইচএসবিসি, যাদের ২ দশমিক ৯ লক্ষ কোটি ডলারের সম্পদ রয়েছে।

সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ধসের পর প্রযুক্তি খাতের অন্যতম বড় এই ঋণদানকারীর ব্রিটেন শাখাকে নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে দেশটির সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে সপ্তাহান্তে বৈঠক হয়েছে। এইচএসবিসির এই অধিগ্রহণের ফলে তাদের সেই প্রাণান্তকর চেষ্টা। পৃথিবীর অন্যতম বড় ব্যাংক হলো এইচএসবিসি, যাদের ২ দশমিক ৯ লক্ষ কোটি ডলারের সম্পদ রয়েছে।

ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী জেরেমি হান্ট বলেন, এইচএসবিসি ইউরোপের সবচেয়ে বড় ব্যাংক। ইউকে'র এসভিবি গ্রাহকেরা এখন নিশ্চিত বোধ করতে পারেন, কারণ, একটি ব্যাংকের শক্তি ও নিরাপত্তা এখন তাদের সঙ্গে রয়েছে। সাংবাদিকদের জেরেমি হান্ট আরও বলেন, এমন এক অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছিলাম, যেখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোম্পানি, যেগুলো কৌশলগত কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারত এবং সেটা ঘটলে তা হতো একটি মারাত্মক বিপজ্জনক ব্যাপার। এসভিবি'কে বাঁচাতে এইচএসবিসির এগিয়ে আসার ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে জেরেমি হান্ট বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ছিল ব্যাংকটির ইউকে শাখার জন্য যেকোনোভাবেই হোক না কেন, ব্রিটেনের করদাতাদের অর্থ ব্যবহার না করা।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড জানিয়েছে, আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ধরে।

## কেনজাবুরো ওয়ের মৃত্যুর পর

# এবার জাপানকে যুদ্ধবিরোধী সংবিধানের জন্য কে বলবে

প্রায় দুই দশক আগে দেওয়া একান্ত এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিজের মায়ের জীবনের চমৎকার এক অধ্যায়ের বর্ণনা ওয়ে দিয়েছিলেন।

প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই জাপানি সাহিত্যিককে ১৯৯৪ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার পর তিনি হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার পাওয়া দ্বিতীয় জাপানি সাহিত্যিক। নোবেল পুরস্কার কমিটি ওয়েকে পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিল যে, কবিত্ব শক্তির প্রতিফলন ঘটিয়ে কল্পনার এমন এক জগৎ তিনি তৈরি করে নিয়েছেন, জীবন ও কাল্পনিক আখ্যান যেখানে বর্তমান কালের দুর্দশার বিবর্তকর ছবি তুলে ধরতে ঘনীভূত সত্তা নিয়ে উঠে এসেছে।

কেনজাবুরো ওয়েকে বলা

হয় বলিষ্ঠ সত্তার এক নিভৃতচারী সাহিত্যিক। সস্তা প্রচার থেকে দূরে ছিল তাঁর অবস্থান। জীবনে যেটাকে তিনি সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কোনোরকম আপস তিনি কখনো করেননি। পাশাপাশি নিজের সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর মার্কিন সাময়িকী নিউইয়র্কারে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ওয়ে লিখেছিলেন, পারমাণবিক চুল্লি তৈরি এবং তা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে মানবজীবনের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে হিরোশিমার আণবিক বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের প্রতি সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটল থেকে জাপানকে পরমাণুযুক্ত করার নাগরিক আন্দোলনে নিজেকে তিনি সব সময় সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

ওয়ের আরেকটি অটল বিশ্বাসের দিক ছিল, জাপানের যুদ্ধ পরিহার করা সংবিধানের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা। জাপানের শাসকগোষ্ঠী যখন একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সংবিধানের যুদ্ধ পরিহারের নবম ধারা বাড়িলের পায়তারা শুরু করছিল, তখন থেকেই ওয়ে এর বিরোধিতাই কেবল করে যাননি, শান্তির সংবিধান বজায় রাখার জন্য নাগরিক পর্যায়ের বিভিন্ন আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

কেনজাবুরো ওয়ের জন্ম ১৯৩৫ সালে পশ্চিম জাপানের এহিমে জেলায়। লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীতে জাপানের সামনে দেখা দেওয়া কঠিন এক সময়ে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করার সময় থেকেই বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর লেখা বিদগ্ধজনের নজর আকর্ষণে সক্ষম হয় এবং ১৯৫৮ সালে

জাপানের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক কেনজাবুরো ওয়ে মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। জাপানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সোমবার তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে উল্লেখ করেছে, ৩ মার্চ ভোরে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। টোকিও থেকে মনজুরুল হক জানিয়েছেন যে পারিবারিকভাবে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। ওয়ের বইয়ের প্রকাশক কোদানশা লিমিটেড জানিয়েছে, লেখকের ইচ্ছা অনুযায়ী শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবারের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। তবে পরে তাঁর স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বিশ্ব প্রগতির প্রবক্তা ওয়ে'র মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠেছে যে জাপানের সংবিধানকে নিউক্লিয়ার বিরোধী ও যুদ্ধ বিরোধী করার জন্য রবার কে বলবে?

— সম্পাদকমণ্ডলী, কালান্তর

প্রকাশিত ছোটগল্প শিকারের জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় আকৃতাগাওয়া সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন তিনি। শিকার গল্পে শিকাকু দ্বীপে আটক অবস্থায় থাকা এক কৃষ্ণাঙ্গ

মার্কিন যুদ্ধবন্দী এবং তাঁকে ঘিরে স্থানীয় বালকদের মধ্যে দেখা দেওয়া উৎসাহের চমৎকার বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন।

১৯৬০-এর দশকের



জাপানের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক কেনজাবুরো ওয়ে।

—ফাইল ছবি

শুরুর দিকে কেনজাবুরো ওয়ে আণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তৃতি সম্পর্কে সরাসরি ধারণা পাওয়ার জন্য হিরোশিমা সফর করেন। সেই সফরের অভিজ্ঞতার ওপর লেখা তাঁর বই হিরোশিমা ডায়েরি'তে লেখকের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে উঠে আসে।

ওয়ের বেশ কিছু উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিদেশের পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেলেও সস্তা জনপ্রিয় লেখক তিনি না হওয়ায় তাঁর পরিচিতির গণ্ডি ছিল অনেকটাই সীমিত। তাঁর যে একটি উপন্যাস বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়, সেটা হচ্ছে 'নীরব কান্না'। পাঠকেরা পেয়েছেন ওয়ের পারিবারিক জীবনে নিজের রচিত বই পারিবারিক বিষয়ে।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলের প্রতি মমতা আর মেহ প্রদর্শনের অনন্য এক দৃষ্টান্ত ওয়ে দেখিয়ে গেছেন। সেই ছেলে একসময় সংগীত রচয়িতা হয়ে ওঠে এবং ছেলের সেই সাফল্য বাবাকে কতটা আপ্লুত করেছিল, তার প্রমাণ হচ্ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছিল 'নীরব কান্না'। পাঠকেরা পেয়েছেন ওয়ের রচিত বই পারিবারিক বিষয়ে।



# সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ মোদি সরকার কৃষক কল্যাণের ৪৪ হাজার কোটি খরচ করতে পারেনি



কৃষকদের বিক্ষোভ সমাবেশের একাংশ।

 ফটো : সংগৃহীত

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : দেশে কৃষকদের নানা কল্যাণমূলক প্রকল্পে বরাদ্দ ৪৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি কেন্দ্রের কৃষিমন্ত্রক। বিগত তিনটি আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দ অর্থের বড় অংশ অর্থমন্ত্রকে ফেরত দিয়েছে তারা। যার পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। কোনও মন্ত্রকের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে না পারার নজির সাম্প্রতিক অতীতে নেই। সংসদের একটি কমিটি তাদের রিপোর্টে তাই কৃষি মন্ত্রককে পরামর্শ দিয়েছে, এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হতে।

তাপর্ঘপূর্ণ বিষয় হল যে তিন বছরের বরাদ্দ খরচে কৃষিমন্ত্রক ব্যর্থ হয়েছে, তারমধ্যে দু’ বছর তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লি এবং লাগোয়া পাজাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে কৃষকদের আন্দোলন চলছিল। আন্দোলন মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদি সরকার কৃষক কল্যাণে নানা সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তখন। চালু প্রকল্পগুলির কথাও বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হয় সরকারের তরফে। অথচ, সেই সময়ই খরচ হয়নি বিপুল পরিমাণ অর্থ। এই প্রসঙ্গে সামনে

এসেছে দেশে কৃষক আত্মহত্যার বিষয়টিও। প্রতি বছরই ঋণগ্রস্ত কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। ৪৪ হাজার কোটি টাকা দরিদ্র কৃষকদের স্বল্প সুদে ধার হিসাবে দিলে বহু আত্মহত্যা আটকানো যেত, মনে করে কৃষক সংগঠনগুলি। সংসদের সংশ্লিষ্ট কমিটি জানিয়েছে, ফেরত যাওয়া টাকার বড় অংশ আবার তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভূত কৃষকদের কল্যাণে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

# একদিকে মোদির আত্মনির্ভর স্লোগান আরেকদিকে অস্ত্র আমদানিতে এখনও শীর্ষেই ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : সামরিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার কথা অনেক দিন ধরেই বলে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানি কমানোর কথা বলা হলেও আদতে দেখা গেছে, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানিতে এখনও শীর্ষেই রয়েছে ভারত।

সিপারির রিপোর্ট বলছে, ২০১৩-১৭ সালে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হলেও ২০১৮-২২-এ তা কমেছে। গত পাঁচ বছরে ৩৩ শতাংশ অস্ত্র আমদানি কমিয়ে ফেলেছে ভারত। তবে শুধু রাশিয়া

নয়, আমেরিকা থেকে ভারতে অস্ত্র আমদানির পরিমাণও কমেছে ৪৬ শতাংশ। তবে তার মানে এটা নয় যে ভারত বাইরে থেকে অস্ত্র কেনা বন্ধ করে দিচ্ছে। আগামীদিনে বড়সড় অস্ত্র আমদানির পরিকল্পনা আছে বলেও জানা গেছে। ২০১৬-২০ তে রাশিয়া থেকে ৪৯ শতাংশ অস্ত্র কিনেছে ভারত, দ্বিতীয় স্থানে ফ্রান্স (১৮), তৃতীয় স্থানে ইজরায়েল (১৩)। ভারত এই মুহূর্তে অস্ত্র রফতানিতে বিশ্বের ২৪তম স্থানে। বিশ্বে যে পরিমাণ অস্ত্র রফতানি হয় তার ০.২ শতাংশ করে ভারত। ২০১১-১৫ তে এই সংখ্যাটি ছিল ০.১ শতাংশ। মূলত শ্রীলঙ্কা, মরিশাস

ও মায়ানমার ভারত থেকে অস্ত্র কেনে। রফতানিতে দেশের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকার দেশগুলোয় ভারতে তৈরি অস্ত্র সামগ্রী রফতানি করা। গত বছর ভারত ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী রফতানি করেছে। পাকিস্তান যে অস্ত্র কিনেছে গত পাঁচ বছরে, তার ৭৪ শতাংশ এসেছে চিন থেকে। রফতানিতে বিশ্বের পঞ্চম স্থানে বর্তমানে চিন। শীর্ষে আমেরিকা। তারপরই আছে রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি। অন্যদিকে আমদানিতে বিশ্বের প্রথম পাঁচে যথাক্রমে সৌদি আরব, ভারত, মিশর, অস্ট্রেলিয়া ও চিন।

# রাতারাতি তারকা দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স-এর রঘু এবং আশ্মা! দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স–এর হাত ধরে সোমবারই অস্কার এসেছে ভারতে। ৯৫তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে বেস্ট ডকুমেন্টারি ফিল্ম শর্ট সাবজেক্ট বিভাগে সেরার শিরোপা উঠেছে দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স–এর মাথায়। ছবিতে আদিবাসী দম্পতি বোম্বাই এবং বেল্লির মেহচ্ছায়ায় তামিলনাড়ুর মুদুমলাই টাইগার রিজার্ভের দুটি অনাথ হাতি রঘু এবং আশ্মার বেড়ে ওঠার গল্প বলেছেন পরিচালক কার্তিকী গঞ্জলভেস। পুরস্কার জয়ের পর থেকেই নাকি রাতারাতি জনপ্রিয়তা বেড়েছে রঘু এবং আশ্মা। তাদের দেখতে এখন রীতিমতো ভি। জমে গেছে মুদুমলাই থেল্পাকাডু এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। ৪০ মিনিটের তথ্যচিত্রটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালেই। রঘু আর আশ্মার সঙ্গে বোম্বাই এবং বেল্লির সম্পর্কের গল্প তখনও মন



রঘু এবং আশ্মা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা।

 ফটো : সংগৃহীত।

জিতে নিয়েছিল দর্শকদের। তবে অস্কারজয়ের পর রাতারাতি তারকা হয়ে উঠেছে হাতিদুটি। তাদের দেখতে অনেকেই গিয়ে হাজির হচ্ছেন মুদুমলাই থেল্পাকাডু এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। এটা একটা দুর্লভ ব্যাপার। এখানে এসে দারুণ লাগছে। হাতি আমার খুব প্রিয়। ছবিটা যে অস্কার পেয়েছে, এতে আমি খুবই উত্তেজিত এবং খুশি, জানিয়েছেন এক পর্যটক। সোমবার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে পুরস্কার নিতে হাজির হয়েছিলেন

তথ্যচিত্রটির পরিচালক কার্তিকী গঞ্জলভেস এবং প্রযোজক গুণিত মোঙ্গা। অ্যাওয়ার্ড হাতে পাওয়ার পর কার্তিকী জানিয়েছেন, আজ আমি মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে পবিত্র বন্ধনের কথা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা বলব বলেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

বিশ্বের অন্য জীবদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে এই পৃথিবীতেই বাস করি আমরা, তাদের কথা বলতে এসেছি। সহাবস্থানের কথা বলতে এসেছি। তবে গুণিত মোঙ্গা প্রযোজিত কোনও ছবি যে এই প্রথমবার অস্কার পেল তা নয়। এর আগে ২০১৯ সালে গুণিতভের প্রযোজনায় পিরিয়ড.এন্ড অফ সেন্টেন্স ছবিটি বেস্ট শর্ট সাবজেক্ট ডকুমেন্টারি বিভাগে অস্কার পুরস্কার পেয়েছিল। চবিত্তর পরিচালক ছিলেন মেলিসা বার্টন এবং রায়কা জেতাবাচি।

# ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে ৭,৪০০ কোটির অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের কেন্দ্রের আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : ইউনিয়ন কার্বাইডের কাছ থেকে ৭,৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করে ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা কেন্দ্রের আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন) খারিজ। ১৯৮৪ সালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের প্ল্যাণ্ট থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে ভোপালে মৃত্যু হয় বহু মানুষের। সেই প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালতে ওই সংস্থার কাছে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ চাওয়ার আর্জি দায়ের করে কেন্দ্র। সেই আর্জিই খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি এসকে কওলের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ মঙ্গলবার জানায়, ঘটনার দু’দশক পর কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করছে তার কোনও যৌক্তিকতা নেই। পাশাপাশি, রিজার্ভ ব্যান্ড অফ ইন্ডিয়ায় এই বাবদ ৫০ কোটি টাকা পড়ে আছে বলেও জানতে পারে আদালত। সেই অর্থ ভারত সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের কাজে ব্যবহার করবে বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। যে সমস্ত পরিবারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এখনও বকেয়া আছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। আদালত বলে, দু’দশক পর এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার নেপথ্যে গ্রহণযোগ্য কোনও যুক্তি দিতে পারেনি ভারত সরকার। তা নিয়ে আদালত অসন্তুষ্ট। আমরা মনে করি এই আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।’’ প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের এই সাংবিধানিক বেঞ্চ গত ১২ জানুয়ারি এই মামলাটির শুনানি শেষ করেছিল। তার পর রায়দান স্থগিত রাখা ছিল।১৯৮৪-য়ে গ্যাস বিপর্যয়ের পর ইউনিয়ন কার্বাইড (বর্তমানে ডাউ কেমিক্যালস) ১৯৮৯ সালে ভারতীয় মুদ্রায় ৭১৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের দাবি ছিল ইউনিয়ন কার্বাইডকে ৭,৮৪৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে। ১৯৮৪ সালের ২ এবং ৩ ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। গ্যাস বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা লক্ষাধিক।



ইউনিয়ন কার্বাইডের সেই অভিশপ্ত কারখানা চত্বর। – ফাইল ছবি।

# মুম্বাইয়ের বস্তিতে ভয়াবহ আগুন পুড়ে ছাই হাজারের বেশি ঝুপড়ি, মৃত ১

মুম্বাই, ১৪ মার্চ : মুম্বইয়ের বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন। দাঁউদাঁউ করে জ্বলছে আগ্নাপারা বস্তি। একের পর এক ঝুপড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কালো ধূঁয়োর কুণ্ডলী বাণিজ্যনগরীর আকাশে। হাজারের বেশি ঝুপড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে খবর, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। সোমবার বিকেল নাগাদ মালাদে (পূর্ব) কুরার গ্রামের আগ্নাপারা বস্তিতে আগুন লাগে। বৃহম্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগ্নাপারা বস্তিতে আগুন লেগে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ টি ঝুপড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হবে, গিয়েছে। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ থেকেই এই ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। আগুন বিধ্বংসী চেহারা নেওয়ায় আরও ৮ টি বড় বড় জলের ট্যাঙ্কারও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে বলে খবর। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। মৃতদেহ যোগেশ্বরীতে এইচবিটি ট্রমা কেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিএমসি ও এমএফবি যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে নির্য়োজ ব্যক্তিদের খঁজি করছে। সিসটাশ্‌ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কিরণ দিখাভকর বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে যাঁরা ঘর হারিয়েছেন তাঁদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।



মুম্বাইয়ের আগ্নাপারা বস্তিতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হল হাজার খানেক ঘর।

 ফটো : পিটিআই

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের ৮ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

সংবাদদাতা : শিলিগুড়ির হোটেল অমরাবতীতে মঙ্গলবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের (বিপিজিবিইএ)–এর ৮ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সফলভাবে পরিচালিত হয়। সম্মেলনে বিজিভিবিইইউ এবং ইউবিকেজিবিএস–এর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিপিবিইএ–র দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয়দেব মন্ডল, এবং ইউবিকেজিবিওএ ভাইস প্রেসিডেন্ট তমাল বিশ্বাস অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে এবং রাজ্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সাধারণ সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্মেলন বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে।

নতুন পদাধিকারী এবং কার্যনির্বাহী কমিটির ১৬ জন সদস্যদের নির্বাচিত করেছে।

প্রেসিডেন্ট দেবাশিস মুখার্জি (বিজিভিবিইইউ), ভাইস প্রেসিডেন্ট বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য (বিজিভিবিইইউ)ও চন্দন বাস (ইউবিকেজিবিএসএ), সাধারণ সম্পাদক দিব্যান্দু দে (বিজিভিবিইইউ), সহকারী সম্পাদক দেবতোষ রায় (ইউবিকেজিবিএসএ), সদ্বীপ চ্যাটার্জি (বিজিভিবিইইউ) ও হিমালয় নির্ঝর সরকার (ইউবিকেজিবিএসএ), কোষাধ্যক্ষ রাকেশ পল (বিজিভিবিইইউ)। এছাড়া, আরো ১১ জনকে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

# মহারাষ্ট্র বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী

# পুরনো পেনশন পদ্ধতি ফেরাতে হবে



মহারাষ্ট্র কর্মী বিক্ষোভ।

 ফটো : সংগৃহীত

মুম্বাই, ১৪ মার্চ : বিজেপির দখলে থাকা রাজ্যেই এবার সরকারি কর্মীদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ। পুরনো পেনশন পদ্ধতি ফেরানোর দাবিতে মহারাষ্ট্রে ধর্মঘটের ডাক দিলেন প্রায় ১৭ লক্ষ সরকারি কর্মী। এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রে শিব সেনার শিণ্ডে শিবির এবং বিজেপির জেট সরকার চলছে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে হলেও মহারাষ্ট্র সরকারের অর্থ কর্মীদের পেনশন স্কিমে জমা বিজেপিই, সেটা কারও অজানা নয়। মহারাষ্ট্রের সেই সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের কর্মীদের অসন্তোষ চরমে। মহারাষ্ট্রের সরকারি কর্মীদের দাবি, রাজ্যে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফেরাতে হবে। ইতিমধ্যেই এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ১৭ লক্ষ

সরকারি কর্মী। যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে পরিষেবা। দাবি মানা না হলে আগামী দিনে ধর্মঘটের হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা। এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের সরকারি কর্মীদের জন্য চালু রয়েছে ন্যাশনাল পেনশন স্কিম। এই স্কিমের অধীনে সরকারি কর্মীদের নিজেদের বেতনের একটি অংশ পেনশন তহবিলে জমা রাখতে হয়। সরকারও ওই একই পরিমাণ অর্থ কর্মীদের পেনশন স্কিমে জমা রাখে। তারপর সেই জমানো টাকা থেকে অবসরের পর সামান্য পরিমাণ পেনশন দেওয়া হয় ওই সরকারি কর্মীকে। মজার কথা হল, এই পদ্ধতিতে শুধু সরকারি কর্মী নন, সাধারণ নাগরিকরাও পেনশনের সুবিধা পেতে পারেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে

পেনশন হিসাবে বাতি কোনও সুবিধা সরকারি কর্মীরা পাচ্ছেন না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের একটা জায়গা রয়েছে। সেই ক্ষোভ আবার আরও উসকে গিয়েছে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে পুরনো পেনশন যোজনা চালু হয়ে যাওয়ায়। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই রাজস্থান, ছত্তিশগা, এবং হিমাচলপ্রদেশে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। এই স্কিম অনুযায়ী, অবসরের পর সরকারি কর্মীরা নিজের শেষ মূল বেতনের ৫০ শতাংশ মাসিক পেনশন হিসাবে পান। আগামী লোকসভাতে নির্বাচনেও পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফেরানোকে প্রচারের ইস্যু করতে পারে হাত শিবির।

# স্কুলছুটে সবচেয়ে এগিয়ে উত্তরপ্রদেশ গুজরাট

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : কোভিড বদলে দিয়েছে মানুষের জীবন। সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে। ব্যাপক প্রভাব পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। পরিসংখ্যান বলছে, স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে প্রাথমিক স্তরে প্রায় সাড়ে নয় লাখ শিশু স্কুলছুট। লোকসভায় লিখিত ভাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশে স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা সবথেকে বেশি।



উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাটের যে শিশুদের নিয়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছে তাদের একটা চিত্র।

 ফটো : সংগৃহীত

কেন্দ্রের সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে স্কুলবহির্ভূত শিশুদের শনাক্তকরণের জন্য একটি সমীক্ষা করা হবে। এর জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল বানানো হয়েছে, যার নাম প্রবন্ধ। স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। পড়ুয়াদের পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট করতে, ছাত্রদের স্কুলে ফেরাতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় নানান পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ২০২১ সাল থেকে ১৬-১৯ বছর বয়সের আর্থ-সামাজিক

সহায়তা করা হয় সরকারের তরফে। কোর্স ফি এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রীর জন্য বছরে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দারিদ্র্য বাচ্চাদের স্কুলছুটের অন্যতম কারণ। আইনি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও শিশুশ্রম দেশের সর্বত্র ডালপালা মেলে রয়েছে। অতি দরিদ্র পরিবারে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কাজে পাঠানোর তাগিদ বেশি হওয়ায় বহু ছেলে-মেয়ে স্কুলের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

# সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-আন্দোলনের ডাক

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিজেপি-আরএসএস সহ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে গেলে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই-আন্দোলন করতে হওয়া ৩০ ব্যান্ড লুটেরাদের নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। কর্পোরেট লুটেরাদের বাড়বাড়ন্ত এদের আমলেই হয়েছে। আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে দেদার হারে। বেকারি হচ্ছে হু হু করে বাড়ছে। অরণ্যের অধিকার আইন আছে। তা জনজাতি সমাজের জন্য কার্যকর হয় না। সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ জলের দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। এসডিপিআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি এম কে ফৌজি কলকাতায় পৌঁছান ১১ মার্চ। এদিন এখানে

বিভাজন, এক জাতি, এক রাষ্ট্র, বিদেয এদের প্রধান ধর্ম। এরা রান্নার গ্যাস থেকে সমস্ত জ্বালানির দাম কমানোর দিকে নজর নেই। বিদেশে চম্পট হওয়া ৩০ ব্যান্ড লুটেরাদের নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। কর্পোরেট লুটেরাদের বাড়বাড়ন্ত এদের আমলেই হয়েছে। আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে দেদার হারে। বেকারি হচ্ছে হু হু করে বাড়ছে। অরণ্যের অধিকার আইন আছে। তা জনজাতি সমাজের জন্য কার্যকর হয় না। সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ জলের দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। এসডিপিআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি এম কে ফৌজি কলকাতায় পৌঁছান ১১ মার্চ। এদিন এখানে

এসডিপিআই-এর রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১২ মার্চ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কিং হোটেলের কনফারেন্স রুমে কর্মী সম্মেলন করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের চাকরির দুর্নীতি, পাচার, বিভিন্ন দপ্তরের লুণ্ঠরাজ আমাদের মাথা হেঁট করে দেয়। এ রাজ্যে বিভিন্ন নদীদাঙন, সুন্দরবনের বাঁধ মেরামতি এইসব সমস্যার সমাধান হয়নি। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য বলেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, সংগঠনের সহ-সভাপতি প্রান্তন আহিএএস স্বপনকুমার বিশ্বাস, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিবুল ইসলাম এবং অন্যতম সম্পাদক গোলাম মোর্ত্তজা।





# বেতন বৈষম্য দূর করার দাবিতে ব্রিটিশ চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা ধর্মঘটে

লন্ডন, ১৪ মার্চ (রয়টার্স) ঃ যুক্তরাজ্যে কনিষ্ঠ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের কর্মীরা তিন দিনের ধর্মঘট পালন করছেন। বেতন বৈষম্য দূর করার দাবিতে সোমবার থেকে তাঁদের এ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। বিক্ষোভ করেছেন তাঁরা। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রতি ঘণ্টা কাজ করে তাঁরা যে পরিমাণ মজুরি পান, যুক্তরাজ্যে একটি অভিজাত কফিশপের কর্মীদের ঘণ্টাভিত্তিক মজুরি তার চেয়ে বেশি। তাই মূল্যস্ফীতি রেকর্ড পরিমাণ বোে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) আওতাধীন কনিষ্ঠ চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট পালন করছেন।

এনএইচএসের ইংল্যান্ড ন্যাশনাল মেডিকেল পরিচালক স্টিফেন পোওয়ারিস বলেন, চিকিৎসাসেবা খাতের জন্য এই তিন দিন বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে ধর্মঘট চলার সময় রোগীদের জরুরি চিকিৎসাসেবা,



বেতন বৈষম্য দূর করার দাবিতে ধর্মঘট পালন করছেন যুক্তরাজ্যের কনিষ্ঠ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের কর্মীরা।

ক্যানসারের জরুরি চিকিৎসা এবং জরুরি অস্ত্রোপচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।	এর আগের ২০১৯ সালে কনিষ্ঠ চিকিৎসকদের বেতন-ভাতা নিয়ে চার বছরের জন্য একটি চুক্তি করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, প্রতিবছর তাঁদের মজুরি ২ শতাংশ করে বাবে। কিন্তু এখন কনিষ্ঠ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের কর্মীদের মতে, মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ছাড়িয়েছে।	ঘণ্টায় ন্যূনতম ১৯ পাউন্ড মজুরি চান। দীর্ঘদিন ধরে বেতন বাড়ানোর দাবি পূরণ না হওয়ায় তিন দিনের ধর্মঘট শুরু করার কারণে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চাপে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সরকার।
ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ট্রেড ইউনিয়ন জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের কনিষ্ঠ চিকিসক ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের কর্মীদের সর্বনিম্ন মজুরি প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ১৪ দশমিক শূন্য ১ পাউন্ড। একই সময়ে বারিস্তার (চেইন কফিশপ) একজন কর্মী এর চেয়ে ১ পেন্স বেশি মজুরি পান।	এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্টিভ বার্কলে বিএমএ ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন।	এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্টিভ বার্কলে বিএমএ ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন।

# ইউরোপে অস্ত্র আমদানি দ্বিগুণ

স্টকহোম, ১৪ মার্চ (এএফপি) ঃ ইউরোপে গত বছর অস্ত্র আমদানি বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ইউক্রেনে ব্যাপক অস্ত্র সরবরাহের কারণে আমদানি এভাবে লাক্ষিয়ে বেড়েছে। বিশ্বে ২০২২ সালে অস্ত্র রপ্তানির তৃতীয় শীর্ষ গন্তব্য ছিল পূর্ব ইউরোপের এই দেশ। সোমবার স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) গবেষকেরা এ তথ্য দিয়েছেন।

এসআইপিআরআই– য়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, আগের বছরের তুলনায় ২০২২ সালে ইউরোপে অস্ত্র আমদানি প্রায় ৯৩

শতাংশ বেড়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি পোল্যান্ড, নরওয়েসহ ইউরোপীয় দেশগুলো সামরিক ব্যয় বাড়ানোর কারণেও অস্ত্র আমদানি বেড়েছে। অস্ত্র আমদানির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ গবেষক পিটার ওয়েজম্যান বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, এই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং তাতে পশ্চিমদের অস্ত্রায়নই আসলে ইউরোপে অস্ত্রের উল্লেখযোগ্য চাহিদা বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতেও এই হামলার প্রভাব পড়বে, খুব সম্ভবত ইউরোপের

দেশগুলোকে অস্ত্র আমদানি বাড়ানোর দিকে ঠেলে দেবে। গত বছরের আগপর্যন্ত ইউক্রেন ছিল নগণ্য অস্ত্র আমদানিকারক। কিন্তু ২০২২ সালে দ্রুতই দেশটি বৈশ্বিক অস্ত্র রপ্তানির তৃতীয় শীর্ষ গন্তব্যে পরিণত হয়। রাশিয়ার হামলার পর থেকে পশ্চিমী দেশগুলো ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করে। অস্ত্র আমদানিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে কাতার ও ভারত।

এসআইপিআরআই– য়ের তথ্য–উপাত্ত অনুযায়ী, ইউরোপে যাওয়া মোট অস্ত্রের ৩১ শতাংশই গেছে শুধু ইউক্রেনে যা বৈশ্বিক

মোট অস্ত্র সরবরাহের ৮ শতাংশ। অনুদানসহ গত বছর ইউক্রেনের অস্ত্র আমদানি ৬০ গুণ বোছে বলেও জানায় গবেষণাপ্রতিষ্ঠানটি। মূলত মজুতে থাকা অস্ত্র ইউক্রেনকে সরবরাহ করা হয়েছে। এদিকে, গত বছর অস্ত্র রপ্তানির প্রধান গন্তব্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য। বৈশ্বিক অস্ত্র রপ্তানির ৩২ শতাংশেরই গন্তব্য ছিল তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলটি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ অস্ত্র রপ্তানি হয় এশিয়া–ওশেনিয়া অঞ্চলে। বিগত বছরগুলোয় এই অঞ্চল শীর্ষে ছিল। ইউরোপ আমদানি করেছে ২৭ শতাংশ অস্ত্র।

### তিন বছর বয়সী শিশুর গুলিতে প্রাণ গেল ৪ বছর বয়সী বোনের

টেক্সাস, ১৪ মার্চ (এএফপি) ঃ পুলিশ বলছে, গুলি ছোড়ার সময় ওই ঘরে তাদের মা–বাবাসহ পাঁচজন ছিলেন। টেক্সাসের কাউন্টি শেরিফ এড গনজালেজ বলেন, আধা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলটি হাতের নাগালে পেয়েছিল তিন বছরের ওই শিশু। হঠাৎই তার পরিবারের সদস্যরা গুলির শব্দ শোনেন। এরপর তাঁরা শোবার ঘরে গিয়ে দেখেন, চার বছরের শিশুটি মেঝেতে অসাড় অবস্থায় পড়ে আছে। গনজালেজ বলেন, গুলির ঘটনাটি অনিচ্ছাকৃত ছিল। তিনি আরও বলেন, আগ্নেয়াস্ত্র হাতের নাগালে আসা ও অন্যকে আঘাত করার অন্য দুর্ঘটনার মতোই এটি আরেকটি দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

পিউ রিসার্চ সেন্টার বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ বাড়িতে বন্দুক রয়েছে। বেশির ভাগ বাড়িতেই শিশু রয়েছে। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব পাবলিক হেলথ বলেছে, তবে এসবের অর্ধেকের কম বাটিতে বন্দুক রাখার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে গুলির ঘটনায় ৪৪ হাজারের বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত বছর ১৮ বছরের কম বয়সীদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়েছে গুলিতে। গান ডায়োলেন্স আর্কাইভ বলছে, এ ধরনের ১ হাজার ৭০০ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৩১৪টি ঘটনায় ১১ বছরের কম বয়সী শিশু নিহত হয়েছে। টেক্সাসের বাসিংদা তিন কোটি। সেখানে বন্দুক খুবই সহজলভ্য। কোনো ধরনের বিধিনিষেধ ছাাই জনসমক্ষে বন্দুক নিয়ে চলতে পারে মানুষ। গনজালেজ বলেন, বন্দুক থাকলে সেটি নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। শিশুদেরও বন্দুক ধরতে নিষেধ করতে হবে। এ ধরনের সতর্কতা থাকলে গোলাগুলির ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

# তিন বছর পর প্রথমবারের মতো বিদেশি পর্যটকদের ভিসা দিচ্ছে চিন

বেইজিং, ১৪ মার্চ (এএফপি) ঃ করোনা আবারও চিনে ভ্রমণ করতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসগুলোর ওয়েবসাইটেও একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রমোদতরিতে সাংহাইয়ে পৌছানো বিদেশিদের জন্য ভিসা মুক্ত ভ্রমণের সুবিধা আবারও চালু হচ্ছে। হংকং, ম্যাকাও এবং আঞ্চলিক জেটি আসিয়ানের সদস্য দেশগুলোর পর্যটকেরাও একই সুবিধা পাবেন।

চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনসুলার অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো সংশ্লিষ্ট একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্টে মঙ্গলবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, নতুন ভিসাগুলো পর্যালোচনা ও অনুমোদন করার পাশাপাশি ২০২০ সালের ২৮ মার্চের আগে ইস্যু করা ভিসাগুলোর মধ্যে যেগুলোর এখনো মেয়াদ আছে, সেগুলোও অনুমোদন করা হবে।

অর্থাৎ এসব ভিসাধারী ব্যক্তিরা আবারও চিনে ভ্রমণ করতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসগুলোর ওয়েবসাইটেও একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রমোদতরিতে সাংহাইয়ে পৌছানো বিদেশিদের জন্য ভিসা মুক্ত ভ্রমণের সুবিধা আবারও চালু হচ্ছে। হংকং, ম্যাকাও এবং আঞ্চলিক জেটি আসিয়ানের সদস্য দেশগুলোর পর্যটকেরাও একই সুবিধা পাবেন। রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক পর্যটক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, করোনা মহামারি শুরুর আগে ২০১৯ সালে চিনে ৬ কোটি ৫৭ লাখ বিদেশি দর্শনাধী প্রবেশ করেছেন। করোনা মহামারি শুরুর পর নিজেদের আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে চিন।

পরে বিভিন্ন দেশ পর্যায়ক্রমে করোনার বিধিনিষেধ তুলে নিলেও চিন অনেক দিন ধরে তা বহাল রেখেছিল। এ নিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং–এর নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভও করেছে দেশটির জনগণ। ২০২২ সালের শেষ থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার শুরু করে বেইজিং। গত বছর ডিসেম্বরের শুরুর দিকে চীনা কর্তৃপক্ষ গণহারে করোনা পরীক্ষা, লকডাউন এবং দীর্ঘ কোয়ারেন্টিনের বিধিগুলো তুলে নেয়। আর ডিসেম্বরের শেষের দিকে বেইজিং ঘোষণা করে ৮ জানুয়ারি থেকে বিদেশি ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের আর কোয়ারেন্টিনে থাকার প্রয়োজন নেই। সে সময় বেইজিং বলেছিল, মহামারি পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে বিজ্ঞানসম্মত উপায় মেনে বিদেশিদের জন্য ভিসা নীতি সাজানো হবে।

# ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চায় রাশিয়া



গত বছরের জুলাইয়ে সই হওয়া ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ নামের চুক্তির ফলে কৃষসাগরীয় বন্দরগুলো দিয়ে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির সুযোগ উন্মোচিত হয় ।

জেনেভা, ১৪ মার্চ (এএফপি) ঃ যুদ্ধের মধ্যে ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়েছে রাশিয়া। তবে দেশটি এ চুক্তির মেয়াদ ৬০ দিনের জন্য বাড়াতে চায়। সোমবার রাষ্ট্রসংঘের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ বিষয়ে নিজেদের মত জানায় মস্কো। রাশিয়া আরও জানিয়েছে, বিদ্যমান চুক্তিটির মেয়াদ আরও বাড়ানোর আগেই দেশটি এ বিষয়ে বাস্তব অগ্রগতি দেখতে চায়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়।

তখন বিশ্ববাজারে শস্যের সরবরাহ কমা় দাম আকাশ ছুঁয়ে যায়। সংকট নিরসনে উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্রসংঘ ও তুর্সরা। তাদের

মধ্যস্থতায় ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির সুযোগ দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করা হয়। গত বছরের জুলাইয়ে সই হওয়া ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ (বিএসজিআই) নামের এ চুক্তির ফলে কৃষসাগরীয় বন্দরগুলো দিয়ে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির সুযোগ উন্মোচিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, এ চুক্তির আওতায় ইউক্রেন থেকে ২ কোটি ৪১ লাখ টনের বেশি শস্য রপ্তানি করা হয়েছে।

তবে মস্কোর অভিযোগ, বিএসজিআই চুক্তির মূল সুবিধাভোগী ইউরোপের দেশগুলো।

কেননা, ইউক্রেন থেকে রপ্তানি করা শস্যের বেশির ভাগ গেছে এ অঞ্চলের দেশগুলোয়। অন্যদিকে, গরিব ও অনুন্নত

দেশগুলো এ শস্যের ভাগ খুব কমই পেয়েছে।

এর আগে গত বছরের নভেম্বরে ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানির চুক্তির মেয়াদ এক দফা বাড়ানো হয়েছিল। ১৮ মার্চ এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আগের চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

তবে এবার ৬০ দিনের জন্য এ চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাইছে মস্কো। এ বিষয়ে রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ভারশিনিন বলেন, ব্ল্যাক সি ইনিশিয়েটিভের মেয়াদ ৬০ দিনের জন্য বাড়ানো হবে। তবে পরবর্তী সময়ে এটি প্রতিশ্রুতি নয়, বরং কাজের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

# ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন, অস্ত্র কিনবে না আমিরাত

তেল অভিভ, ১৪ মার্চ ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল–১২ এমন খবর দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল সরকার গত দে। মাসে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যেসব তপরতা চালিয়েছে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ আমিরাত। এর জেরে ইসরায়েলের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে আমিরাত। খবর মিডল ইস্ট মনিটরের। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে চ্যানেল–১২–এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েল

সরকারের কর্মকাণ্ড আমিরাতকে ক্ষুব্ধ করেছে। বিশেষ করে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন গাবি়র নির্দেশে আল–আকসা মসজিদে হামলা, ফিলিস্তিনের হুওয়ারা শহরে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের হামলা, গ্রামটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোতারিচের আহ্বান জানানোর ঘটনায় আমিরাত ক্ষুব্ধ হয়েছে। চ্যানেল–১২–এর খবর অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ বলেছেন,

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন–এমনটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব না। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা অব্যাহত আছে। চ্যানেল–১২–এর প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি আমিরাতে সফর স্বর্গিত করেন নেতানিয়াহু। এরপরই ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার সিদ্ধান্ত বাতিলের কথা জানায় সংযুক্ত আরব আমিরাত।



# আইএসএলের ফাইনালে উঠেও জাতীয় দলে বাদ বিশাল, প্রীতমরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন বিশাল কায়োথ। টাইব্রেকারের হায়দরাবাদের পেনাল্টি আটকে এটিকে মোহনবাগানকে ফাইনালে তুলেছেন তিনি। টাইব্রেকারের শেষ পেনাল্টিতে বাগানের হয়ে জয়সূচক গোল করেছেন অধিনায়ক প্রীতম কোটাল। অথচ তাঁরা সুযোগ পেলেন না জাতীয় দলে। ইগার স্টিমাচ যে দল ঘোষণা করেছেন তাতে এটিকে মোহনবাগানের মাত্র দুই ফুটবলার সুযোগ পেয়েছেন।

২২ মার্চ থেকে ইফ্লেলে শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় ভারত ছাড়া রয়েছে মায়ানমার ও কিরগিজ রিপাবলিক। তার আগে ১৫ মার্চ থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে প্রস্তুতি শিবির। সেই শিবিরের আগে ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন স্টিমাচ। ২৩ জনের মধ্যে ১৪ জন বুধবার শিবিরে যোগ দেবেন। বেসাল্লুক এফসি ও এটিকে মোহনবাগানের হয়ে খেলা বাকি

ন'জন ফুটবলার শিবিরে যোগ দেবেন ১৯ মার্চ। আইএসএলের ফাইনালের পরের দিন জাতীয় দলে যোগ দেবেন তাঁরা।

২৩ ফুটবলারের মধ্যে এটিকে মোহনবাগানের গ্লেন মার্টিন ও মনবীর সিংহ রয়েছেন। আইএসএলে ভাল খেলেও বিশালরা মূল দলে সুযোগ পাননি। গত মরসুমে সবুজ-মেরুনের হয়ে ভাল খেলা লিস্টন কোলাসোরও জায়গা হয়নি ২৩ জনের দলে। অথচ আইএসএলের অপর ফাইনালিস্ট বেসাল্লুকর সাত ফুটবলার মূল দলে সুযোগ পেয়েছেন।

২৩ ফুটবলারের পাশাপাশি রিজার্ভে আরও ১১ ফুটবলারের নাম ঘোষণা করেছেন স্টিমাচ। সেই দলে অবশ্য এটিকে মোহনবাগানের পাঁচ ফুটবলার রয়েছেন। বিশাল, প্রীতম ও লিস্টন ছাড়া শুভাশিস বসু ও আশিস রাই সেই দলে রয়েছেন।

ভারতীয় দল :  
গোলরক্ষক : গুরুপ্রীত সিংহ

সাল্লু, পূর্বা লাডেংপা, অমরেন্দ্র সিংহ।

ডিফেন্ডার : সন্দেপ জিৎমান, রোশন সিংহ, আনোয়ার আলি, আকাশ মিশ্র, চিলেনসানা, রাহুল ভেঙ্কে, মেহতাব সিংহ, গ্লেন মার্টিন।

মিডফিল্ডার : সুরেশ ওয়াংজাম, রোহিত কুমার, অনিরুদ্ধ থাপা, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, ইয়াসির মহম্মদ, ঋত্বিক দাস, জিকসন সিংহ, লালিনজুয়ালা ছাংতে, বিপিন সিংহ।

ফরোয়ার্ড : মনবীর সিংহ, সুনীল ছেত্রী, শিবশক্তি নারায়ণন।

রিজার্ভ তালিকা :  
গোলরক্ষক : বিশাল কায়োথ, প্রভাসুখন গিল।

ডিফেন্ডার : শুভাশিস বসু, প্রীতম কোটাল, আশিস রাই, নরেন্দ্র গহলৌতা।

মিডফিল্ডার : লিস্টন কোলাসো, নিখিল পুজারি, সাহাল আব্দুল সামাদ, নাওরেম মহেশ সিংহ।

ফরোয়ার্ড : ঈশান পণ্ডিত।

## মেরি কমের লক্ষ্য এশিয়ান গেমস

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : প্রবীণ ভারতীয় বক্সার এবং ছয়বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এমসি মেরি কম, যাকে মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্র্যান্ড অ্যান্ড্রাসেডের হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে, সোমবার বলেছেন যে গত কয়েক বছরে দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মহিলা বক্সারদের জন্য আরও সুযোগ হয়েছে। মেরি কম সাংবাদিকদের বলেন, গত কয়েক বছরে (মহিলা বক্সিংয়ের দৃশ্যপট) অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। পুরুষদের বক্সিংয়ের তুলনায়, মহিলাদের ইভেন্ট খুব বেশি ছিল না। আগে (জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়) শুধুমাত্র কয়েকটি রাজ্যের মহিলারা অংশগ্রহণ করতেন। এখন আমরা দেখছি যে সমস্ত রাজ্য ভারতে অনুষ্ঠিত সমস্ত প্রতিযোগিতায় তাদের মহিলাদের পাঠাচ্ছে, তা জাতীয় প্রতিযোগিতা হোক বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিযোগিতা। শুধু সিনিয়র মহিলাদের জন্য নয়, যুব, জুনিয়র এবং সাব-জুনিয়র পর্যায়েও মেয়েরা খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এ ছাড়াও, ভালো পারফরম্যান্স তাদের বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার গর্ব দেয়।

## কোহলির অসুস্থতা নিয়ে জল্পনা উড়িয়ে দিলেন রোহিত

আমেদাবাদ, ১৪ মার্চ : দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর টেস্ট সেঞ্চুরির খরা কাটিয়েছেন বিরাট কোহলি। হারানো ফর্ম ফিরে পেয়ে গোটা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু তারই মধ্যে অনুষঙ্গ শর্মা উসকে দেন জল্পনা। জানান, অসুস্থতা নিয়েও ধৈর্য ধরে খেলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি শরীর ভাল ছিল না কোহলির? এবার এ নিয়ে সরাসরি জবাব দিলেন রোহিত শর্মা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোহলি ১৮৬ রান করার পর নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের স্টোরিতে অনুষঙ্গ লেখেন, অসুস্থতা সত্ত্বেও তুমি যে এভাবে ধৈর্য ধরে খেলাতে পারো, সেটাই আমার অনুপ্রেরণা দেয়। বিরাট অসুস্থতা নিয়েই চতুর্থ টেস্টে নেমেছিলেন কি না, তা



নিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে কিছু বলা হয়নি। তবে এবার রোহিত শর্মা জানালেন, কোহলি তেমন অসুস্থ ছিলেন না। শুধু অল্প কাশছিল। এ প্রসঙ্গে অক্ষর প্যাটেলের কাশছিলেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি

হয়ে ভারত অধিনায়ক বলে দেন, সোশ্যাল মিডিয়ার সব খবর বিশ্বাস করবেন না। মনে হয় না ও অসুস্থ ছিল। শুধু অল্প কাশছিল। এ প্রসঙ্গে অক্ষর প্যাটেলের বক্তব্য, যেভাবে এই রোদের মধ্যে

ও দৌড়চ্ছিল, পার্টনারশিপ তৈরি করেছিল, তাতে মনে হয় না ও (কোহলি) অসুস্থ ছিল। ম্যাচের চতুর্থ দিন আবার শুধু ব্যাটার নয়, একটা সময় সহ-অধিনায়কের ভূমিকাতেও ধরা দেন কোহলি। একটা সময় দেখা যায়, উইকেটের কোথায় বল করলে ভাল হয়, তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন অক্ষর ও রোহিত। সেই আলোচনাতেই যোগ দিয়ে অক্ষরকে বিশেষ পরামর্শ দেন কোহলি। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই দৃশ্যের ভিডিও।

এদিকে, ম্যাচের শেষে কোহলির কীর্তি মন জয় করেছে কোহলির অনুরাগীদের। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, উসমান খোয়াজা এবং অ্যালেক্স ক্যারিকে সই করা জার্সি উপহার দেন ম্যাচের সেরা কোহলি।

## আরও ৫০টা সেঞ্চুরি করবে বিরাট : হরভজন

আমেদাবাদ, ১৪ মার্চ : সাড়ে তিন বছর পরে আবার টেস্টে সেঞ্চুরি পেয়েছেন। লাল বলের ক্রিকেটে ২৮তম শতরান হাঁকানোর পরে বিরাট কোহলির রেকর্ড নিয়ে মুখ খুললেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিং। তাঁর মতে, শতিনের রেকর্ড তো বিরাট সহজেই ভেঙে ফেলবেন। তারপরেও আরও ২৫টা শতরান করবেন কিং কোহলি। কারণ এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ের ফিটনেস ধরে রেখেছেন তিনি।

আপাতত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির শতরানের সংখ্যা ৭৫। তাঁর আগে রয়েছে শুধুই শচিন তেণ্ডুলকরের ১০০টি সেঞ্চুরি। এহেন পরিস্থিতিতে ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রশ্ন, তাহলে কি মাস্টার ব্লাস্টারের রেকর্ড ভেঙে দেননি কিং কোহলি? সেই একই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল প্রাক্তন অফস্পিনারের কাছে। তিনি



সাফ জানিয়ে দেন, ৭৫টা সেঞ্চুরি করেছে ফেলেছে। আমার মনে হয় আগামী দিনে আরও ৫০টা শতরান হাঁকানোর ক্ষমতা আছে বিরাটের। কারণ সমস্ত

রকমের ক্রিকেটে দাপটের সঙ্গে খেলে ও। যদিও ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের দাবি, আরও ২৫টা সেঞ্চুরি করে শচিনের রেকর্ড

ভাঙা বেশ কঠিন বিরাটের পক্ষে।

কিন্তু হরভজনের মতে, অনেকের মনে হতেই পারে আমি বেশি বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু আমার মনে হয় একমাত্র বিরাটের পক্ষেই শচিনের রেকর্ড ভাঙা সম্ভব। এখনও ২৪ বছরের তরুণ ক্রিকেটারের মতো ফিটনেস ধরে রেখেছে। ব্যাট নিয়ে কোনও সমস্যা হলে সেটা শুধরে নিয়েই মাঠে নামছে।

দীর্ঘদিন সেভাবে বড় রান পাননি বিরাট। তারপর একমাস ক্রিকেট থেকে সম্পূর্ণ বিরতি নেন তিনি। ফিরে এসেই দুরন্ত ছপে রয়েছেন বিরাট। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে হরভজন বলেছেন, ফিরে আসার পরে পাঁচটা সেঞ্চুরি করেছে বিরাট। এই ফর্মে থাকলে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিতে পারো। বিরাট কি আদৌ এই নজির ছুঁতে পারবেন? উত্তর দেবে সময়।

## কার্টি ও অভিষেকের জোড়া গোল ফের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারালো ভারত

রাউরকেলা, ১৪ মার্চ : রাউরকেল্লাতে চলতি মিনি হকি সিরিজে ফের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারাল ভারত। সেলভাম কার্টি এবং অভিষেকের জোড়া গোলে স্মরণীয় জয় পেল ভারতীয় দল। ফলে চলতি মিনি সিরিজের তিন ম্যাচে তিনটি জয় তুলে নিল ভারত। প্রথম ম্যাচে জার্মানি, দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরে ফের তৃতীয় ম্যাচে জার্মানিকে হারালো তারা। ভারত তাদের চতুর্থ ম্যাচে রাউরকেল্লাতে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে। ১৫ মার্চ খেলা হবে এই ম্যাচটি।

এ দিন ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় জার্মানি। ম্যাচের তিন মিনিটে গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন টম গ্র্যামবুস। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোলটি করেন তিনি। ম্যাচের ২১ মিনিটেই সমতা ফেরায় ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতের হয়ে সমতা ফেরান যুগরাজ সিং। ম্যাচের ২১-২৬ এই ছয় মিনিটে দুই দলই অত্যধিক আক্রমণাত্মক হকি খেলো। ফলস্বরূপ এই সময়েই ম্যাচের পাঁচটি গোল

হয়। ২২ মিনিটেই এগিয়ে যায় ভারত। জার্মানি ডিফেন্সের ভুলের সুযোগ নিয়ে অভিষেক গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন। ২৩ মিনিটে জার্মানির হয়ে সমতা ফেরান গঞ্জোলে পেলিয়েটা। এবার ও পেনাল্টি কর্নার থেকেই বাজিমাৎ করেন তিনি। তবে ঠিক পরের মিনিটেই ভারত নিজেদের লিড ছিনিয়ে নেয়। ২৪ মিনিটে সেলভাম কার্টি পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার পরে ২৬ মিনিটে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং গোল করে ভারতকে ৪-২ ফলে এগিয়ে দেয়। ৩১ মিনিটে জার্মানি ফের একটি গোল শোধ করলে ম্যাচের ফল দাঁড়ায় ৪-৩। জার্মানি সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করে। সেই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগায় ভারত। ৪৬ মিনিটে ফের সেলভাম কার্টি এবং ৫১ মিনিটে অভিষেক গোল করে ভারতের হয়ে ৬-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ের ফলে প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ভারত। তাঁদের দখলেও রয়েছে শেপেনের মতন ১৭ পয়েন্ট। তবে গোল পার্থক্যে শীর্ষে উঠে এল ভারতীয় দল।

## হায়দরাবাদকে হারিয়ে আইএসএলের ফাইনালে মোহনবাগান-স্ট্রাপ

## পেনাল্টি শুট আউটের আগে সবাইকে নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে বলেছিলাম : ফেরান্দো

হায়দরাবাদ, ১৪ মার্চ : সোমবার ঘরের মাঠে আইএসএল সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে টাই ব্রেকারে হায়দরাবাদ এফসি-কে হারালেও ৭৫ মিনিটের পর থেকেই তাঁর দলের ছেলেরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন বলে জানান এটিকে মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। তবু যে অতিরিক্ত সময়ে প্রতিপক্ষকে আটকে রেখে টাইব্রেকারে ম্যাচ নিয়ে গিয়ে জিততে পেরেছেন, এতে বেশ খুশি তিনি। সোমবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদ এফসি-কে টাইব্রেকারে ৪-৩-এ হারিয়ে গতবারের সেমিফাইনালে হারের বদলা নিয়ে নেয় এটিকে মোহনবাগান। দ্বিতীয়বার হিরো আগামী শনিবার গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে তারা বেসাল্লুক এফসি-র মুখোমুখি হবে। যারা রবিবার লিগশিল্ড জয়ী মুম্বই সিটি এফসি-কে আর এক রক্তশ্রাস পেনাল্টি শুটে হারিয়ে আগেই ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

এই জয়ের পরে সোমবার রাত সাংবাদিকদের ফেরান্দো বলেন, সব কিছু ঠিক হয়েছে বলে আমি খুশি। ৭৫ মিনিট খেলা হয়ে যাওয়ার পর খেলোয়াড়দের ক্লান্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ৯০ মিনিটের জায়গায় যদি ম্যাচ ১২০

মিনিটে যায়, সে জন্য খেলোয়াড়দের চোট বাঁচিয়ে চলতেই হয়। তাদের সে ভাবে তৈরি থাকতে হয়। একটা চোটই ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতি সামলানো ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু আমাদের মানসিকতা একইরকম ছিল। জিততেই হবে। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গেলে আমাদের আলাদা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কাজটা মাটেই সহজ ছিল না। বেশ কঠিনই ছিল।

টাই ব্রেকারের আগে দলের ফুটবলারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করতে দেখা যায় কোচকে। তাঁদের কী বলছিলেন ওই সময়ে? জানতে চাইলে স্প্যানিশ কোচ বলেন, টাইব্রেকারের আগে খেলোয়াড়দের কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার মনে করিয়ে দিই। সেটপিসের ব্যাকরণ মাথায় রেখে টাই ব্রেকারে যেতে হয়। সেগুলোই মনে করিয়ে দিই সবাইকে। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেকে আবেগে ভেসে যায়। কিন্তু এই সময়ে আবেগকে প্রশ্রয় দিলে চলল না। তা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ছেলেরা কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরিবর্তন আনতে বলি। নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে বলি সকলকে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা ওই সময়ে খুবই জরুরি ছিল। দুই দলের

খেলোয়াড়রাই তখন বেশ ক্লান্ত। এই সময়ে একটা ভুলই প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারে। পেনাল্টিতে ফয়সালা হওয়াটা অনেকটা টসের মতো। ভাল হতে পারে, আবার খারাপও হতে পারে। তাই এই ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এটা তো ফুটবলেরই অঙ্গ।

এ দিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে ৫২ হাজারের বেশি সমর্থকেরা ছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন ও দলের জয়ের পর যাদের চিংকারে রীতিমতো কাঁপছিল স্টেডিয়াম। সমর্থকদের এই রূপ দেখে বেশ খুশি সবুজ-মেরুন কোচ। তিনি চান ফাইনালেও তাদের প্রচুর সমর্থক থাকুন গ্যালারিতে। বলেন, ঘরের মাঠে খেললে তো সমর্থকেরা বাকি বাকি আসবেনই। আমি জানি, সমর্থকেরা খেলোয়াড়দের খুবই ভালবাসেন। তারই প্রমাণ পেলাম আজ। যখন মানসিক ভাবে বা শারীরিক ভাবে ফুটবলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সমর্থকদের চিংকারই ওদের মনো উজ্জীবিত করে যায়। তাই ওদের জন্য আমি খুবই খুশি। সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেয়ে আমরাও খুশি। ফাইনালেও আশা করি অনেক সমর্থককে পাব। আশা করি, অনেকেই যাবেন। তবে ওখানে গ্যালারিতে বোধহয় ২৭



হাজারের বেশি দর্শক বসতে পারে না। তবু আশা করব, অনেক সমর্থকই ওখানে যাবেন আমাদের সমর্থন করতে।

এ দিন দলের তরুণ স্ট্রাইকার কিয়ান নাসিরিকে প্রথম এগারোয় রাখেন ফেরান্দো। অথচ তার আগের দু'দিন জ্বরে ভোগেন তিনি। তা সত্ত্বেও তাঁর ৪৫ মিনিটের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট কোচ। বলেন, কিয়ান যে ৪৫ মিনিট খেলেছে, যথেষ্ট ভাল খেলেছে। ওর পক্ষে আরও বেশিক্ষণ খেলা কঠিন ছিল। কারণ, গত দু'দিন ধরে ও জ্বরে ভুগছিল, অনুশীলন করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও ৪৫ মিনিট দলকে যে ভাবে সাহায্য করেছে, তাতে আমি খুশি। বিল্ড আপ, পজিশনাল অ্যাটাকে যথেষ্ট ভাল

সম্ভাবনা আছে। আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আছে হাতে। দু-তিন রকমের পরিকল্পনা করতে হবে। আমার দলের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে আমার।

ফাইনালের ভেনু হিসেবেও গোয়ার ফতোরাদা বেশ পছন্দের বলে জানান কোচ। দু'বছর এফসি গোয়ার কোচ হিসেবে কাজ করায় ফতোরাদা তাঁর একসময়ের ঘরের মাঠও। সেই পুরনো ঘরের মাঠে খেতাবী লড়াইয়ে নামতে হবে জেনে বেশ রোমাঞ্চিত ফেরান্দো। বলেন, ফতোরাদা ফাইনালের পক্ষে বেশ ভাল মাঠ। আমার পছন্দের মাঠ। ওখানকার মানুষ ফুটবল খুবই ভালবাসে। ওখানে গেলে আমার জৈব সুরক্ষা বলয়ের কথা মনে পড়ে। দু'বছর ওখানকার সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে কাটিয়েছি। ফাইনালে আমাদের সামনে একটা বড় সুযোগ। বেসাল্লুকর বিরুদ্ধে ম্যাচটা মাটেই সহজ হবে না।

এ দিন দলের তারকা ফরোয়ার্ড মনবীর সিংয়ের প্রশংসাও শোনা যায় এটিকে মোহনবাগানের কোচের গলায়। পাঞ্জাবী ফরোয়ার্ডের প্রসঙ্গ উঠতে তিনি বলেন, মনবীর দুর্দান্ত দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান, সেই এটিকে মোহনবাগানের সফল গোলকিপার বিশাল কয়েথ তাঁর সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দেন দলের গোলকিপার কোচকেও। বলেন, টাইব্রেকারের আগে দলের

করতে হবে। এগুলো ঠিক করে নিতে পারলে ভারতের সেরা তিন আটকারের মধ্যে চলে আসবে মনবীর। ওকে সাহায্য করা, ওর পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। ও যখন চোটের জন্য খেলতে পারছিল না, তখন আমরা খুব সমস্যার মধ্যে ছিলাম। ও মাঠে ফিরে আসায় আমি খুশি।

চলতি মরসুমে যে দলের খেলোয়াড়দের অসুস্থতা, চোট-আঘাতই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়ে কোচ বলেন, এই মরসুমে চোট-আঘাত নিয়ে খুবই ভুগেছি আমরা। শুধু চোট নয়, অনেকেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। যদিও সেটা কোভিড নয়। অনেক দিনই এমন হয়েছে অনুশীলনে আমরা খুবই কম খেলোয়াড়কে পেয়েছি। বেশ কয়েকটা ম্যাচের আগে দ্রুত পরিকল্পনা পাশ্চাত্যেও হয়েছে, যেটা খুবই কঠিন কাজ। তবু এইসব পরিস্থিতি সামলানোর জন্য দলের ছেলেরা যে দৃঢ়চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে, এতে আমি খুশি।

এ দিন টাই ব্রেকারে যিনি হাভিয়ে সিভেরিওর শট আটকে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান, সেই এটিকে মোহনবাগানের সফল গোলকিপার বিশাল কয়েথ তাঁর সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দেন দলের গোলকিপার কোচকেও। বলেন, টাইব্রেকারের আগে দলের

গোলকিপার কোচের সঙ্গে কথা বলি। উনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। উনি জানেন কোন খেলোয়াড়ের কোন দিকে শট মারার প্রবণতা বেশি। ওঁর এই তথ্য আমাদের খুব সাহায্য করেছে। ওঁর জন্য আমার কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়। তাই তাঁকে ধন্যবাদ।

এ দিনের সাফল্যের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও তিনিই পান। এই পুরস্কার অর্জন নিয়ে বিশাল বলেন, দলের সতীর্থদের ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা আমাদের সব সময় সাহায্য করে। তাদের জন্যই এতগুলো ম্যাচে গোল খাইনি। সমর্থকদেরও অনেক ধন্যবাদ। আশা করি ফাইনালেও সমর্থকেরা অনেকেই থাকবেন। যত সমর্থকেরা আমাদের জন্য গলা ফাটাবেন, তত আমরা উজ্জীবিত হয়ে খেলব।

দুঃসময় কাটিয়ে উঠে ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব দলের প্রত্যেক সদস্যকে দেন বিশাল কয়েথ। বলেন, মরসুমের মাঝখানে আমাদের সময় কিছুটা খারাপ গিয়েছিল। সব দলের ক্ষেত্রেই এটা হয়। কিন্তু আমরা যে ভাবে দুঃসময় কাটিয়ে ফিরে এসেছি, তার জন্য পুরো দলেরই কৃতিত্ব রয়েছে। সবাই নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। সে জন্যই আজ এই জয়গায় আসা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৫৬-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৩৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66